

অভিষেক

গীতিকাব্য!

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিরচিত

কলিকাতা

মহিলা যন্ত্রে মুদ্রিত

বঙ্গাব্দ ১৩২২ । মূল্য আট আনা



আজি সে কুমার মাতঃ রাজদণ্ডধর,



পরমশ্রদ্ধাস্পদ আয়ুর্বেদাচার্য—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শর্মা শাস্ত্রি জ্যোতিভূষণ-

এফ, টি, এন্স, মহাশয় শ্রীচরণেষু ।

দেখিয়াছি সাধুজন স্বার্থের সংসারে
ধর্ম্মে অনুরক্তি অর্থে অনাসক্তি যাঁর,—
তবু আছে যশোলিপ্সা প্রাণের মাঝারে ;
কিন্তু, দেব, দেখিনাই তুলনা তোমার !
ছদ্মবেশী দেব তুমি পরের কল্যাণে
করিয়াছ সমুৎসর্গ হৃদয় দয়ার,
দুরারোগ্য-ব্যাধি-ভীত অশান্ত পরাণে
পশে শাস্তি একমাত্র পরশে তোমার !
ধন্যস্তরী স্নেহা ভাণ্ড দিলা কি তোমায় ?

তাইকি ছরস্ত্র ক্রুর তক্ষকে দংশিত
 ভস্মশেষ ক্রম সম কালগ্রস্ত কার,
 বাহুমস্ত্রে মুহূর্তেই কর সঞ্জীবিত ?
 তব গুণে শুক তরু মুঞ্জরিল আজি,
 দাঁড়াইল আয়ুর্বেদ ফল ফুলে সাজি !
 চমৎকৃত দেখি কার্য্য তব সাধনার,
 বার বার পদে তব করি নমস্কার !

নাহি জানি কোন গুণে বড় ভাল বাস

কবিতা আমার !

সেই সে সাহসে আজি

পূরি 'অভিষেক' সাজি

নির্গন্ধ কুসুম রাজি

আসিয়াছি শ্রীচরণে

দিতে উপহার !

ধর গুরু ধর দেব,

ভক্তি পুষ্পভার !

অশুদ্ধি পত্র ।

— :: —

অশুদ্ধ :—

নীলীকুল
ভুবন
ইন্দ্রপ্রস্থরানী
সসে
সরাসন
শশঙ্কিত
মনিষীগণ
শাস্ত
কল্যানে
সুকলান
করণা
তারিনী
স্বরূপিনী
দুর্গপাসে
রাজধানী
কুমারীক
বধুবানি
গাহক
মুকুতামণ্ডিত
জয়
তরিতে
ক্ষীণ
মুয়মান

শুদ্ধ :—

শিল্পিকুল
ভুবন
ইন্দ্রপ্রস্থরানী
সসে
সরাসন
সশঙ্কিত
মনীষীগণে
শাস্ত
কল্যাণে
সুকল্যাণ
করণা
তারিণী
স্বরূপিণী
দুর্গপাশে
রাজধানী
কুমারিকা
মধুবানী
গায়ক
মুকুতামণ্ডিত
জয়
তরিতে
ক্ষীণ
ত্রিয়মান

পৃষ্ঠা :—

দ্রষ্টব্য পত্র ।
৪, ৭, ৩৭, ৬৫
৭
১৩
২১
২২
২৩
২৫
২৪
৩০
৩০
৩০
৩১
৩১
৩৩
৩৯
৪৪
৪৭
৪৯
ঐ
৫৭
৫৯

অশুদ্ধ :—

পিষাচিনী
 হর্ষা
 গ্রহি
 বোরবের
 মালিনী
 ত্রিভুবন
 স্বনে
 দ্যলোক
 স্বসিল
 সর্গে সর্গে
 রূপিনী
 জননী
 হাহাধাসে
 উঠিবে
 হৈমবিভা
 লক্ষন
 নাসিনী
 বস্ত্রনা
 প্রশ্রবন
 চীৎকার
 সাপ
 চণ্ডীকা
 গাণ্ডীকা
 বাহুকী
 দুঃশাসন
 নিধন

শুদ্ধ :—

পিষাচিনী
 হর্ষা
 গ্রহি
 বোরবের
 মালিনী
 ত্রিভুবন
 স্বসে
 দ্যলোক
 স্বসিল
 সর্গে সর্গে
 রূপিণী
 জননী
 হাহাধাসে
 উঠিবে
 হৈমবিভা
 লক্ষণ
 নাশিনী
 বস্ত্রণা
 প্রশ্রবণ
 চীৎকারে
 শাপ
 চণ্ডিকা
 গাণ্ডীকা
 বাহুকী
 দুঃশাসন
 নিধন

পৃষ্ঠা :—

৬০
 ৬১
 ৬৫
 ৬৮
 ৬৯
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৫
 ৮৩
 ৮৫
 ৮৮
 ৯১
 ৯২
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ১০০
 ১০১
 ৯৮

দ্রষ্টব্য ।

“তুলিকা বসন্ত স্পর্শে সু—বর্ণ অনঙ্গ স্বাসে
মানস নিকুঞ্জে যার সৌন্দর্য্য কুসুম হাসে,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল উষাসম চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায়
আজি প্রাচ্য শীলরাজ্য নয়ন মেলিয়া চায়,
দাক্ষিণাত্য অলঙ্কার শীলীকুল শিরোমণি
ভারত গৌরব আর রবিবন্দ্য নৃপমণি !”

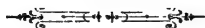
উপরি উদ্ধৃত পংক্তি গুলি ৩৯ পৃষ্ঠায় “মাতৃভক্ত মহাপ্রাজ্ঞ
শুগঞ্জ অসীম” এর পরে বসিবে ।

৩৯ পৃষ্ঠায় ৫ম পংক্তিতে “প্রোজ্জ্বল পঞ্চমণি” স্থানে “প্রোজ্জ্বল
ছয়মণি” পড়িতে হইবে ।

৩৯ পৃষ্ঠায় ১৫শ পংক্তিতে “পঞ্চ রত্নরাগে” স্থানে “ষড় রত্নরাগে”
পড়িতে হইবে ।

৩৯ পৃষ্ঠায় ১৬শ পংক্তিতে “পঞ্চ শুক্রতারার” স্থানে ষড় “শুক্র-
তারার” পড়িতে হইবে ।

অভিষেক



বিলাপ ।



অধীর গভীর বিষাদ সিঞ্চুর
তরঙ্গে ধরণী টলিতেছিল,
জীমূত নিনাদ নির্দিয়া কামান
শোকের সংবাদ ঘোষিতেছিল,
বিক্য হিমালয় ব্যথিত জদরে
গভীর উচ্ছ্বাসে কাঁপিতেছিল,
জলধি জলদে অবণী অশ্বরে
বিষাদ বিপ্লব টলিতেছিল,
রাজরাজেশ্বরী বৃটনের রাণী
স্নেহ পাশ হার, কাটিয়া গেলা,

হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীষ্টিয়ান
 এক হাহাস্যে গাহিতেছিল,
 অধীর অর্কবুদ নর নারী শ্বাসে
 শোকের ঝটিকা ছুটিতেছিল,
 টেমস্ তরঙ্গে জাহ্নবী প্রবাহে
 বিষাদ বাঁশরী বাজিতেছিল,
 চির— রবি প্রভাষিত বুটীশ ভুবনে
 বিবোর কুস্মাটী ব্যাপিয়াছিল,
 চির— শগী সমুজ্জল সাম্রাজ্য বিশাল
 ঘন অভ্রজালে আঁধার ছিল,—

সহসা উঠিল হাসি প্রশান্ত স্নানীল সিন্ধু
 আনন্দ লহরী মালা জ্বলিল তায়,
 প্রতিধ্বনি তুলি ঘন কাননে কন্দরে দূর
 বুটীশের ভীম ভেরী বিজয় গায় !
 উঠিল হুঙ্কারি হর্বে গম্ভীর কামান শত,
 আনন্দ নিনাদে দ্রুত ভরে বিমান,

জয় রাজরাজেশ্বর জয় জয় এডোয়ার্ড—
 জয় জয় মহিপতি উঠিল গান !
 উথলে উছলে টেমস্ আনন্দ তুফানে, কিবা
 অর্ণব তরণী তাগে নর্ভনে চলে,
 উল্লাসে জগৎবাসী সিদ্ধু গিরি মরু তারি
 রাজেন্দ্র দর্শনে হের সদলে চলে !
 কাটিয়া কুজ্জাটী ঘন প্রোজ্জ্বল বিভায় পুনঃ
 বৃটীশ গৌরব রবি উঠিল ভাতি',
 ভেদি গাঢ় অভ্রজাল সুধাকর সুধা ধারা
 বরবিল, ধরাতল উঠিল মাতি' !

আনন্দ হিল্লোলে টলিল বসুধা,
 আনন্দ বিদ্যুৎ প্রচণ্ড প্রবাহ
 স্পর্শিল ভারত, উঠিল নাচিয়া
 মুগ্ধ হিন্দুস্থান ভুলি অস্তর্দাহ !
 আনন্দে গিরীশ্র করিল গর্জন
 মহশ্র শিখর কর উর্দ্ধে তুলি,

সুনীল গম্ভীর নীরে
 যেথায় তাপনী ধীরে
 মুহুমুহ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে
 উন্মাদিনী মত কাঁপিতেছিল,
 নীরব গাঙীব ধ্বনি—
 অন্তরে প্রমাদ গনি
 আঁধার গহন বনে
 চির অন্ধকার মনে
 যেথা ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী
 মহাবোগ মাঝে নিমগ্ন ছিল,
 সেথায় পশিল ধ্বনি,
 চির তাপিনী তাপনী
 জল তল ত্যজি উঠিলা ভাসি',
 বোগ ভঞ্জে ত্বরা করি
 ইন্দ্রপ্রস্থ পুরীষরী
 যমুনা সকাশে মিলিলা আসি



 ষমুনা ;—

গিয়াছে যেদিন ফিরিবার নয়,
 কিসের এ তবে হয় অভিনয় ?
 অসংখ্য কেতন শূন্যোপরে দোলে,
 ঝলকে দামিনী গগনের কোলে,
 লতিকা প্রস্থনে জড়িত সুষমা
 হাসে,—মনোলোভা শোভা নিরুপমা !
 ত্রিদিব বৈভব আনন্দ কানন
 যেনরে মরতে দিল দরশন,
 নানারঙ্গে তালে বাজিছে বাদন,
 ফিরিছে রঙ্গিনী করিয়া নর্তন !—
 গিয়াছে যেদিন ফিরিবার নয়,
 কিসের এ তবে হয় অভিনয় ?

ইলপ্রস্থ দেবী ;—

ত্রিদিব বিজয়ী বীরেন্দ্র তনয়
 এলো কি অর্জুন ? আইলা কেশব ?

গাণ্ডীব টঙ্কার বাজে কি শব্দে ?

ওকি শুনা যায় পাঞ্চজন্তু রব !

হর্ষ আশ্ফালনে ভুমগুল টলে,

জয় সিংহনাদ করে বুকোদর ?

হ্র হস্তী ধায় বিদারি ধরণী,

শুনি যুধিষ্ঠির রথের ঘর্ঘর ?

বীর পুত্রগণ ওইকি দাঁড়ায়ে ?

ওইকি তাদের প্রকুল বদন ?

বিপক্ষ বিদারি স্বরাজ্য উদ্ধারি

হুঃখিনী জননী করে অশ্বেষণ ?

হুঃখিনী হুঃখলা উন্মাদিনী পারা

পরের দাসত্বে রাখিয়া জননী,

ভূবন বিজয়ী জগৎ পূজিত,

কেমনে নিশ্চিন্ত ছিলিরে বাছনি ?

কহিয়া এতেক ইন্দ্রপ্রস্থরানী

উন্মাদিনী মত চারিদিকে চায়,

বাহু প্রসারিয়া “আয় বৎস বলি”

হায়রে ক্রোড়েতে লইবারে যায় ।

অগ্রসরি ত্বরা নিবারি অমনি
কহিলা বিলাপি তাপিনী তাপনী,—

যমুনা ;—

হুঃখানলে দহি কোটা কল্পকাল
বিকৃত মস্তিষ্ক হ'লকি এখন ?
জাগ্রতে স্বপন হেরিতে লাগিলে—
হায়রে অভাগী ললাট লিখন !
আহা—পাগলিনী হ'লেকি ভগিনী,
কাহারে ডাকিছ ধর্ম্মপুত্র বলি ?
কাল বশে হায়, ইন্দ্র প্রস্থরাণী,
ভুলিলা তনয় আকুল কাকলি ?
“জননী-জননী”— মরমের ধ্বনি
সে সুরের রেশ কই এ শব্দে ?
হৃদয় জুড়ান ভক্তি আবাহন
কইতো বাজেনা প্রাণের পরতে ?
উঠিলে সে ধ্বনি তস্ত্রী হৃদয়ের
ঝনন্ ঝনন্ উঠিত বাজি,

প্রতপ্ত শোণিত প্রবল তরঙ্গে
 ধমনী ভিতরে উঠিত নাচি !
 বাজিলে সে বাঁশি তরঙ্গ আমার
 বহিত উজান প্রস্থনে সাজি,
 সৈকতে সৈকতে নিকুঞ্জ কানন
 পাপিয়ার তানে গাহিত আজি,
 ছুটিত স্বরগে বাঁশরী বন্ধার—
 ঝরিত সঙ্গীত দেব অঙ্গনার,
 বর্ষিত অতুল ত্রিদিব মন্দার,
 স্বরগের চারু সুধার ভাণ্ডার
 উছলি উঠিত শারদ চন্দ্ৰিমা,
 ভাসিত তরঙ্গে সে হাসি ভঙ্গিমা,—
 রুদ্ধ হ'ল শ্বাস নীরব যমুনা,
 নয়ন নির্ঝরে ঝরিল করুণা,
 দগ্ধ স্মৃতি প্রাণে জ্বালিল যাতনা
 কহিতে কেশব হারাল চেতনা !
 নিম্পন্দ শরীর কম্পিত অধর,
 স্থির উর্দ্ধ দৃষ্টি বক্ষে যুগ্ম কর !

কতক্ষণে পুনঃ চেতনা সঞ্চার
উছসি উছসি কহিল আবার,—

আমাদের ভাগ্যে যে বাঁশী স্বজনী
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া দ্বাপরের শেষে,
বাজে কি গো আর ? সে সুধা বেতুয়া
চিরতরে সখি নীরব এ দেশে !
ভারত বসন্ত সে শ্রাম কেশব
চির অবসান হ'য়েছে যখন,
ক'রোনাক আশা শুনিবে আবার
কোকিল কুজন—গাণ্ডীব নিশ্বন !
কি উৎপাত রাহু হইল উদয়
শান্তি শশধরে গ্রাসিতে আবার !
কি জানি কি নব উপসর্গ চয়
করিবে ভারত ভীতির আগার !
গিয়াছে যে দিন ফিরিবার নয় !
হায়, এ কিসের হয় অভিনয় !



ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী ;—

নহে যদি ভগ্নী, দ্বাপর বিভূতি
 ত্রিদিব বৈভব যাহে পরাভব,
 কলির আদিত্য বিক্রম কি তবে
 প্রকাশে দ্বাদশ ভাস্কর গৌরব !
 নবরত্ন মালা অতুল জগতে
 বিলম্বিত গলে, অমল ধবল
 কোস্তভ রতন কবি কালিদাস
 মধ্য মনি তায় করে ঝলমল !
 শশধরাধিক বদন সুনন্দর
 শশধর সূধা হইতে মধুর,
 বরষে সূহন্দে কবিত্ব মাধুরি,
 ধরা ধরে শোভা সূবর্ণ বিধুর !
 মৃতসঞ্জীবনী সে সূধা পিয়ূষা
 পায় নব প্রাণ ভারত আতুর,
 নিরানন্দ ধাম শোকের আবাস
 আবার আনন্দে হয় ভরপুর !

অন্ন দে অন্ন দে রব হাহাকার
 ভরিয়া উঠিছে ভারত চৌধার,
 হেথা কি বাজেগো বসন্ত বিপিনে
 প্রেম মাতয়ারা পাপিয়া ঝঙ্কার !
 ভারতে পাপিয়া গাহিবেনা আর !
 এষে ক্ষুধাতুর প্রেতের আগার,
 মুমূর্ষু আবাস পূর্ণ হাহাকার,
 হেথায় শকুনি করিবে চীৎকার !
 স্বার্থ মন্ত্রে নর দীক্ষিত যেথায়,
 হিংসা মহাব্রত উদ্ঘাপন তরে
 যে ভারতে নর লভয় জনম,
 আর কি বীরাত্মা সেথায় সঞ্চরে !
 যেথা জয়চন্দ্র মানসিংহ রায়
 মহাপাপ বীজ গিয়াছে রোপিয়া,
 জনমিয়া সেথা কোটী রক্তবীজ
 প্রতি গৃহে স্বসে কালীয় জিনিয়া !
 সেই কোটী কোটী ক্রুরতম কীট
 পরস্পরে দংশি বিহরে যেথায়,

পৃথ্বীশ প্রতাপ হায় সে রোরবে
বিজয়ের ভেরি আর কি বাজায় !
গিয়াছে যে দিন ফিরিবার নয়
হায়, এ কিসের হয় অভিনয় !

ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী ;—

তবে হা, সহসা কেন গো বাজিল
নিরানন্দ ধামে আনন্দ বাজনা ?
কেনগো জাগিল মরণের দেশে
উৎসাহ আনন্দ ক্ষুণ্ণ উত্তেজনা ?
প্রলয় তিমির মগন গগনে
কেনরে সহসা অরুণোদয় ?
কেনরে অমার বিঘোর আঁধার
হ'ল আচম্বিতে জোছনাময় ?
কেন এ শ্মশানে উৎসবের রোল ?
কেন এ নরকে মলয় বয় ?
অশ্রু উচ্ছৃঙ্খলিত তপ্ত বৈতরণী
কেনরে শীতল লহরী ময় ? .

উঠেছে কি কোন শূর সুরমণি
 ছুঁভিক্ষা দানব দমন তরে ?
 এসেছে কি কোন দেবতা দয়াল
 মহামারী গ্রাসে রক্ষিতে নরে ?
 তাই মাকুলিক শঙ্খ নিনাদিছে ?
 তাই কি ভারতে বাজিছে ডঙ্কা ?
 নিহত দানব ? মরেছে রাক্ষসী ?
 তাই স্বনে বাশি নাশিয়া শঙ্কা ?

কবি ;—

দীন দয়াময়ী বেই মাতৃ অনুরাগে
 স্বকৃত পাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত বাগে,
 শিপাহি বিপ্লবানলে, পতঙ্গের রাশি
 নিহত নহিল এই ভারত নিবাসী,
 মুখরিত গৌর কৃষ্ণ সীতারাম নামে
 অবোধায় দ্বারকার শ্রীচৈতন্য ধামে,
 অথগু শান্তির ইন্দু উজ্জল কিরণে
 ছিল মা শোভিত অর্ধ শতাব্দি গগনে,

যাঁহার কৃপায় গয়া পবিত্র প্রয়াগে
 বিরাজে নিশ্চিন্তে ভক্ত বিভূ অমুরাগে,
 ভ্রমণে যাঁহার কাশী হয়নি শঙ্কিত,
 ছঙ্করে সাগর, ক্ষেত্র হয়নি কম্পিত,
 ধর্মমতবাদে যেই বৃটন রাণীর
 রঞ্জিত নহিল শুভ্র জাহ্নবী শরীর,
 রক্ত কলঙ্কিত নাহি হ'ল হিন্দুস্থান,
 উড়িলনা শান্তিধামে শোণিত নিশান,
 যাঁর সান্ত্বনার সুধা মৃতসঞ্জীবন
 সহস্র বোয়ন পথ করিয়া লজ্বল,
 ঝরিত পীড়িত ক্ষুব্ধ ব্যথিত ভবনে
 আশায় ভারতবাসী মাতিত নর্তনে,
 যাঁর বরাভয় কর মাতৃ স্নেহাঙ্কিত
 ভারতবাসীর শির সতত স্পর্শিত
 সুধাংশু জোছনা মত, রাজেন্দ্র মণ্ডলে
 যাঁর সাম্য নীতি গুণ ছল্লভ ভূতলে,
 ত্রিংশকোটি হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান
 মুক্তকণ্ঠে মধু ছন্দে গাহে যাঁর গান,

বলিতে বিদরে বুক ঝরে অশ্রুধার,
 মরম মস্থন করি উঠে হাহাকার,
 সেই পুণ্যশীলা দেবী বৃটন ঈশ্বরী,
 আসমুদ্র ধরারাগী রাজরাজেশ্বরী,
 শাসিয়া সুদীর্ঘকাল সসিদ্ধ ধরণী,
 কীৰ্ত্তি চন্দ্র করজালে আলোকি অবনী,
 পরিহরি কৰ্মভূমি করিলা পন্নান—
 বৈকুণ্ঠের পথে তাঁর ধায় দিব্য যান !

সসাগরা ধরণীর রাজ রাজেশ্বরী,
 সম্পদে ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে জগৎ ঈশ্বরী,
 কটাক্ষে কাঁপিত য়ার—

স্থাবর জঙ্গম আর,
 ইঞ্জিতে বিপক্ষ বৃন্দ পাইত বিভ্রম,
 যাঁহার কিঙ্কর গণ কালাস্তুর ঘম—

দেব নর দর্প হারী
 অমিত বিক্রম ধারী,
 জলধি পর্ব্বত মরু প্রান্তর কানন
 পদাঙ্কে অঙ্কিত করি করিত ভ্রমণ,

সহস্র নরেন্দ্র ঘাঁর সেবিত চরণ,
 কৌস্তভ প্রতিম মণি মুকুট ভূষণ,
 মর্ত্তে বৈজয়ন্তী ঘাঁর
 অতুল লগুনাগার—
 খেন—সরসিজ মনোলোভা,
 সরসী হৃদয় শোভা,
 সম্মিত কমলা ঘাঁর সখী সহচরী,
 করেন বন্দনা ঘাঁর বাণী কবিশ্বরী,
 বাসবের বজ্র ঘাঁর কামানে ছঙ্কারে,
 প্রচেতার পাস সাজে মন্ত্রণা আগারে,
 মহিমা-অর্ণব সেই রাজ শেখরের—
 জগজ্জ্যাতি কোহিনুরে
 মুকুট মণ্ডিত শিরে ;
 অমোঘ অথগু দণ্ড জগদীশ্বরের,
 অবাদে পড়িল আসি মুহূর্ত্তে কালের!—
 গৃহস্থ বৈরাগী কিম্বা কানন চারীর
 ধূলি ধূসরিত শিরে,
 যথা অসঙ্কোচে পড়ে,

আঁধার ঢালিয়া দিয়া করালী কালীর !

চির রবি প্রভাসিত শশী সমুজ্জল,

অর্দ্ধ ধরাতল তাঁর

করে পড়ি হাহাকার,

আত্মীয় স্বজন বন্ধু ঢালে অশ্রুজল !

নরেন্দ্র কুল লোভন

মণি মালে অনুপম,

ধূলার লুটায় পড়ি মুকুট উজ্জল !

কোথায় ঈশ্বরী তার রাজ রাজেশ্বরী ?

সম্পদে ঐশ্বর্যে বীৰ্য্যে জগৎ ঈশ্বরী !

হে বিভূ করুণাময় সর্ব্বময় হরি,

সংসার কি স্বপ্ন শুধু কহ দয়া করি !

কারণ সমুদ্র নীরে

অনন্ত নিদ্রার ঘোরে

নীলিমায় অনন্তের

আলোকের আঁধারের

অগণ্য বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া কেবল

মুছিয়া ফেলিছ তার থাকিতে তরল !

তব লীলা লীলাময়,
 কিছু অমুমেন্ন নয় !
 ধর্ম্মাধর্ম্ম কস্মাকস্ম জ্ঞান ও অজ্ঞান,
 প্রভুত্ব বৈভব বীৰ্য্য সম্পদ সম্মান,
 সংসার সাগরে হায়,
 সকলি বুদ্ধুদ প্রায়
 মুহূর্ত্তে মরতি ধরি উঠয় ফুলিয়া,
 পলকে মিলায় পুনঃ নিমেষে নাচিয়া !
 সত্য ত্রেতা দ্বাপরের
 দেব কল্ল সাধকের
 অপূর্ব্ব মহিমা ময়
 জীবন করম ময়,
 সবি তব স্বপ্ন জাল কিছুই কি নয় !
 রাঘবের পরার্থতা,
 ভীষ্মের সে উদারতা,
 হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তিকথা,
 মৈথিলীর কোমলতা—
 সকলি কি বাতুলতা ওহে দয়াময় ?

সত্যই কি এ সংসার শুধু মায়াময় ?

ভারতের সে মাহাত্ম্য,

আরবের সে ঔদ্ধত্য,

গীরীশের জ্ঞানগর্ভ,

রোমের প্রচণ্ড দর্প—

সকলি অসার কিহে অলিক আলায় ?

ইতিহাস অর্থহীন প্রলাপ বলয় ?

অর্জুনের সরাসন,

সীজরের পরাক্রম,

কর্ণের প্রতিজ্ঞানল,

হ্যানিবল বাহুবল,

সেকেন্দর সম্রাটের সাহস অতুল,

ভীমের সে প্রতিহিংসা ভীষণ বিপুল—

সবি কি হয়েছে ছাই একই সমান ?

সবারি কি চিতাভস্ম ভরিয়া বিমান

আকাশে উড়ান কাল—

ঘুচায়ে সব জঞ্জাল ?

রাম নীরো সাম্রাজ্যের আনন্দ বেদন,

সবি সন অনর্থক নিশার স্বপন ?
 প্রতাপ সে দেশব্রত,
 পৃথ্বীরাজ বীরব্রত,—
 জয়চক্ৰ জিঘাংসিত,
 লাক্ষ্ম্যনেয় শশঙ্কিত,
 সবারি সমান মূল্য অসার সবাই ?
 সাহস ঐশ্বর্য্য বার্য্য পাপ পুণ্য নাই ?
 ওহে প্রভু নীলাময়,
 অনন্ত মহিমা ময়,
 এহন মিছার খেলা কেন কর নাথ !
 মিথ্যার বড়াই কেন কর বিশ্বনাথ !

বুঝেছি বুঝেছি দেব স্বরগ সংবাদ,
 দয়ার সংসারে কেন হেন বিসম্বাদ !—
 উদ্ধত উন্নত শির
 না লুটতে যদি ধীর,
 অবণী হইত পূর্ণ অগস্ত্য কারায়,
 দুর্বল ধরণী হ'তে লইত বিনায় !

অপূৰ্ণ কৌশলী, কিন্তু,
 সুপবিত্র পুণ্য গাথা .
 রাখিতে জীবন্ত ভবে দিব্য কণ্ঠ দানে,
 মহান চরিত্র ভাবে মুগ্ধ করি প্রাণে,
 প্রেরিয়াছ কবিকূলে,
 মানবের সুমঙ্গলে—
 সূর্য্যে অন্তাচলে দিয়ে
 যথা সুধাংশুরে পাঠাইয়ে,
 রবি দীপ্ত চন্দ্র করে প্রকাশ ভুবনে !
 মৃত সঞ্জীবনী সুধা এ মর্ত্যজীবনে
 কবির অমৃত তানে,
 পুরাণ মনিষী.গণ
 অমর—অনন্তকাল এ মহীমণ্ডলে
 করেন বিহার, ধরাবাসী কুতূহলে
 তাঁদেরি পদাঙ্কে ফিরি,
 তাঁদেরি আদর্শ ধরি,
 সজীব থাকিতে চায় ঝাঁপিয়া অনলে,
 পাইবারে মোক্ষ সুধা সংসার গরলে !

জগদীশ নিলা ডাকি কিস্করী তাঁহার ;
 অনন্ত স্নকীর্তি তাঁর,
 যুগান্তেও স্ম প্রচার
 রাখিবারে প্রেরিবেন বাণীর কুমার,—
 ছুটিবে অনন্তকাল বীণার ঝঙ্কার !

চলি গেলা ভিক্টোরিয়া কমলা প্রতিমা,
 মরতে রহিল তাঁর করুণা মহিমা !
 এতদিনে রঙ্গভূমে জন্মের মতন,
 অপসৃত অতি পূত দৃশ্য পুরাতন !
 রঞ্জিত নবীন রাগে শোভন সুন্দর
 সমুদিত অভিনব দৃশ্য মনোহর !
 নিত্য নব অনুরাগী অবগী এখন
 নবীনে আনন্দে হৃদে করয় ধারণ !
 বিচিত্র প্রেমের লীলা ! বিধির বিধানে
 বিঘোর বিষাদ তম সৃষ্টির কল্যাণে,
 করেন বিনাশ বিভূ আনন্দ কিরণে !
 সে আনন্দ জ্যোতি যবে জলন্ত হসনে

ঝলসে জগতবাসী, মহিমা প্রকাশি
 আবার আঁধারে তারে ফেলেন গরাসি !
 কেবা শান্ত কে অনন্ত কে করে গণন,
 আলোক আঁধার কিম্বা জীবন মরণ !
 মঙ্গল কি অমঙ্গল সুখ দুঃখ ভবে,
 কে বলিবে এ সংসারে কেবা চির রবে !
 ইহাই অনাদি লীলা অথগু নিয়ম
 পুরাতনে দলি আসে নবীন বিক্রম !
 অশ্রু মুখে পুরাতনে করিয়া বিদায়,
 নিভৃত হৃদয় মাঝে চাপিয়া ব্যথায়,
 বিধির বিধান বুঝি মুছিয়া নয়ন,
 নবীনে বৃটীশরাজ্য করে সম্ভাষণ !
 তাই এ উৎসবালোক আনন্দ নিশ্বন
 উদ্ভাসে অবনীতল বিদারে গগন ।

ইল্লহু প্রদেবী ;—

কি বলিলে নাহি আর মহিষী' আমার,
 ভারতের দুঃখে বুক ফাটিত ঘাঁহার,
 ভারতের শোকে ঘাঁর ঝরিত আসার,

ভারতের আর্তনাদ উচ্চ হাহাকার—
 ভেদি বন গিরি নদী লজ্জি পারাবার
 বাজিত বজ্রের মত শ্রবণে যাঁহার,
 দীন দয়াময়ী সেই স্নেহময়ী মার
 পবিত্র মূর্তি হায়, হ'ল শূণ্যাকার ?
 হা ভারত ! হা জননী বুঝি সে ছুঁদিন
 দিগন্ত আঁধারি পুনঃ হইবে উড্ডীন !
 পরপ্রতিপাল্যদীন যদিও অধীন
 তথাপি নিশ্চিস্ত ছিলে শাস্ত উদাসীন ;
 ধর্ম্মান্ধ স্লেচ্ছের সেই বিচার বিহীন
 রাজশক্তি স্বেচ্ছাচার উন্নত স্বাধীন
 নিরস্তুর নিদারুণ পীড়িত না আর,
 ধন্বণায় জ্বলি হিয়া হ'তনা অঙ্গার !
 সেদিন হইল বুঝি এবে অবসান,
 আবার বাজিবে তব বিষাদ বিধাণ !
 ভারতের ভাগ্য চক্র করিতে চালন,
 লৌহ দণ্ডধারী কাল মার্ত্তণ্ড নন্দন
 হয়ত উদিবে ভূপ অনুপ অসার,

নীচাশয় স্বার্থপর ক্রুর করজালে
জালিবে জলন্ত চিতা ভারতের ভালে,
পরিব্রাহি রবে প্রজা বিদারি গগন
আতঙ্কে ডাকিবে কোথা রক্ষ ভগবন !

কবি ;—

বৃথা শঙ্কা কর মাতা, অশিব কল্পনা—
দূর কর হৃদি ভার অলীক জল্পনা !

মহারাণী জননী

সূর্য্যপ্রভ পুত্রধীর,

মহাপ্রাজ্ঞ মহাবীর,

উদার গম্ভীর,

বৃটীশ উদয়াচলে হইলা উদয়,

ওই শুন কোটি কণ্ঠ গায় জয় জয় !

প্রসস্ত ললাট শুভ্র প্রতিভা দর্পণ,

তেজোদীপ্ত তবু সদা নিন্দ দিলোচন,

সুবিশাল বজ্রসার,

পাষণ প্রাকারাকার,

হৃদয়েতে অনিবার

বহে দয়াধার ;
 ওই শুন কুলু কুলু স্নিগ্ধ তান তার,—
 “হৃদয়ের প্রিয়ধন ভারত আমার !”
 সামুদ্র সমীরে ভাসি—নীলোন্মি কল্লোলে,
 তটিনী তরঙ্গে নাচি—মলয় হিল্লোলে,

ভারত বিষাদ নাশি,
 ফুটায় আনন্দ হাসি,
 সে বার্তা পশিল আসি,

উল্লাস প্রকাশি ;
 গাও দেবী দিব্য কণ্ঠে এডোয়ার্ড জয় !
 গাহক সে প্রতীকনি বিদ্য হিমালয় !
 শুনগো শুনগো অগ্নি ভারত নন্দিনী !
 পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্বে করুণার থনি,
 রাণীপুত্র যুবরাজ
 আইলা ভারত মাঝ,
 বিশ্বত হ’লে কি আজ,—

করুণার সাজ
 নিরখি তোমার তাঁর অশ্রু বরেছিল ;

কবীন্দ্র হৃদয় বীণা বেজে উঠেছিল !
 বিশ্বত হলেকি বঙ্গ কবি হেমচাঁদ,
 অতুল্য সে “ভারতের বিলাপের” ছাঁদ,
 করুণ গন্তীর স্বরে,
 যথা সে গোমুখী ঝরে
 পৃথ্বী ব্যোম পূর্ণ ক’রে,
 উদ্ভাস্ত অস্তরে—

সে পূর্ব গৌরব স্মৃতি-উচ্ছ্বাসের ভরে,
 ঢেলেছিল। যুবরাজ শ্রবণ বিবরে !
 জলদ গন্তীর মন্ত্র সে বিলাপ তান
 নিশ্চয় অস্তরে তাঁর বিষণ্ণ সমান,
 সতত ধ্বনিত হয় !
 ত্যজ চিন্তা ত্যজ ভয়,
 বাঁধহ আশয়,—
 আজি সেই যুবরাজ রাজ দণ্ডধর,
 হইবেন ভারতের রাজরাজেশ্বর !

ইন্দ্রপ্রস্থদেবী ;—
 রাজেন্দ্রানী নেত্রনিধি নবীন নরেশ,

বুঝিলাম আমাদের নাহি ভয় লেশ ॥

করি তাঁরে আশীর্বাদ,—

পূর্ণ হ'ক মন সাধ—

বৃক্ষ পর্বতের আয়ু লভিয়া বিশেষ,

প্রজারঞ্জি সুকল্যান লভুন অশেষ !

কিন্তু হায়, মাতৃরূপা করুনা রূপিনী

ছিল। যিনি ভারতের বিপদে তারিনী,

সেই ভিক্টোরিয়া স্মৃতি—

কোমল চিত্ত বিবৃতি,

রাখিতে মঙ্গলময় পুত নিদর্শন,

করে কি ভারতবাসী কোন আয়োজন ?

কবি ;—

ছিল। যিনি স্নেহময়ী মাতৃ স্বরূপিনী

দীন হীন ভারতের আশ্রয় দায়িনী,

তাঁর স্মৃতি অশ্রু স্রোতে পরিথা খনিয়া,

হৃদয়ে রাখিবে দেবী দরিদ্র ভারত !

কিন্তু যেই বৃট্টাণের প্রতাপ কিরণ

সপ্ত মহা পারাবার উর্ধ্ব পরে খেলে,
 ভীমকায় মহাশুধি দিগন্ত বিস্তৃত
 উত্তাল তরঙ্গ মালা করিয়া নমিত
 যাহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়ে,
 ব্যোমবিহারিনী প্রভা যাদের আদেশে
 ভূতলে ভ্রমিছে সদা অধমা কিস্করী,
 দর্পে দিনকর কাঁপে—বসুধা বিস্তৃত
 বিশাল সাম্রাজ্যে যাঁর মুহূর্ত্তেরো তারে,
 সঙ্কোচি কিরণ মালা অন্তাচল বাসে
 লভিতে বিরাম নাহি পারেন কখন ;
 বিশ্ব বিজয়িনী সেই বৃটীশ ঈশ্বরী
 বিধাদিনী ভারতের ভাগ্য বিধায়িনী
 রাজচক্রবর্তী রাণী ভিক্টোরিয়া খ্যাতি,
 রাখিবারে এ ভারতে লাট মহামতি
 করিছেন আয়োজন;—

বিচিত্র গঠন—

সুধা ধবলিত সৌধ মন্মথ স্বপন ,
 রাজধানি দুর্গপাসে জাহ্নবী সৈকতে

অচিরে ঝকিবে দেবী মণি মরকতে !

নিকুঞ্জ সুন্দর

করিবে মর্ম্মর,

নিয়ত নিঝর

ঝরিবে ঝঝর,

বিহঙ্গ সুস্বরে শাখায় গাবে,

কল কল কল

তরঙ্গে চঞ্চল

জাহ্নবী উচ্ছল,

ধাই অবিরল

চরণ প্রক্ষালি বহিয়া যাবে !

সহসা গগণে যেন ভাসিল নিবিড় ঘন,

ঢাকিল সহস্রকর মলিন নগর বন ;—

চাহিলা যমুনা উর্দ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থরাণী আর,

শিহরিল কলেবর—একি মূর্ত্তি করুণার !—

লোল গণ্ডে রেখাকার বিগুহ সহস্র ধার,

নিদারুণ করাঘাতে বক্ষ নীল রক্তাকার !

রুদ্র কেশ দীনবেশ ঘোর পাণ্ডু গণ্ডদেশ,

সহিয়া অসহ ক্রেশ নেত্রে নাহি অশ্রুলেখ !
 আহত মুর্মুখু বেন—স্থির মূর্ত্তি হতাশার,
 প্রলয়ান্তে রবি শশী—হীন বেন শূণ্যকার !
 সপ্তশত বরষের গভীর বিষাদ ভার
 মামিতেছে ধীরে ধীরে, অহো দৃশ্য করুণার !
 পদতলে শোকাশ্রুর পয়োনিসি উথলিছে,
 চতুর্দিকে হৃৎখদৈন্ত বজ্রবাত উচ্ছ্বসিছে !
 অশরীরী ত্রিতন্ত্রী বাজিছে শোকের তার,
 রাগী ভিক্টোরিয়া স্বনে বহিছে বিষাদ ধার !—

কাঁদ হিমালয় দেবেন্দ্র নিলয়,
কাঁদ ভাগিরথী সর্ব পুণ্যালয়,
কাঁদ বিষ্ণুগিরি তপস্বী আশ্রয়,
নন্দা কাবেরী কুমারীক ;

অমৃত সরোবর অমৃত আখার,
চারু বৃন্দাবন শ্রীহরি বিহার,
পুণ্য বারানসী শঙ্কর আগার,
 অধোধ্য প্রয়াগ হয়ারিকা ।
কাঁদ গৃহাশ্রমী, কাঁদ বনচারী,

কাঁদ ধনেশ্বর, কুটীর বিহারী,
 সর্ব সমাশ্রয় রাজরাজেশ্বরী
 ভারত মহিষী মরতে নাই !
 কাঁদ বিহঙ্গম বিহরি পবনে,
 কাঁদ কাদম্বিনী গাইয়া গগনে,
 কাঁদ সমীরণ উচ্ছ্বসি সম্মানে—
 রাণী ভিক্টোরিয়া জীবনে নাই !

থামিল শোকের গান, বিষাদের তান
 ছুটিল দিগন্ত চারি করিয়া ধ্বনিত ;
 উতরি ধরণী তলে ভারত জননী
 ফহিলা ধিবর্ণ পাণ্ডু তুলিয়া বদন ;--
 কি বলিছ সবে ?—সেই বৃটিশ ঈশ্বরী
 ভারতের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভাতি
 রাখিতে উজ্জ্বল চির ভারত ভিতরে,
 হইবে নিশ্চিত এক প্রাসাদ প্রস্তরে ?
 হাসিবার কথা ! এক তরঙ্গ গঙ্গার

ষাহারে গ্রাসিতে পারে, একটি প্লাবন
 উন্মূলিয়া লয় বারে করিবারে পারে,
 একটি ঝঞ্ঝার শ্বাস তুঙ্গ শৃঙ্গ বার
 হেলায় লুটাবে ভূমে, এক ভুকম্পন
 সমর্থ মুছিয়া ল'তে চিহ্নমাত্র বার
 অবনীর পৃষ্ঠ হ'তে,—সেই সে ভঙ্গুর
 নশ্বর মাটির কীর্তি রাখিবে জাগায়
 অনশ্বর অপার্থিব কীর্তি করুণার !
 উদ্যানে বসন্তে পিক নাহি কুহরিলে
 লুপ্ত হ'বে মহীয়সী ভিক্টোরিয়া স্মৃতি
 এ ভারত হ'তে ? মৃদু মলয় হিল্লোলে
 নাহি মন্মথরিলে কুঞ্জ, ভিক্টোরিয়া খ্যাতি
 খুল হ'বে আর্য্যস্থানে ? দেখকি অদ্ভুত
 রাজকীর্তি রামায়ণ অক্ষয় অতুল !
 উন্নত অনন্ত ভেদী হিমাদ্রি প্রতিম
 বিরাট সে কীর্তি স্তম্ভ অকাল অধীন !
 কোথায় সে রাম রাজ্য ? চিহ্ন কোথা তার ?
 কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কোথা প্রতিষ্ঠিত ?

কোথা ধর্মরাজ ? কোথা ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁর ?
 দানব নিশ্চিত লক্ষ মণি ঝলসিত
 কোথা তাঁর মহা সভা মহা যজ্ঞাগার ?
 নবরত্নে অলঙ্কৃত বিক্রম ভূপাল
 কোথায় ? কোথায় তাঁর উজ্জীন সুন্দর !
 কোথায় কোথায় সেই আকর ধীমান ?
 মর্ত্ত্য বৈজয়ন্তী তাঁর সেই দিল্লীপুরী ?
 কিন্তু আহা পিতৃশ্রেহ প্রজাবৃন্দে পালি
 পূজ্য প্রজাপতি প্রজা বৎসল শ্রীরাম ।
 ভূভারতে রাঘবের খ্যাতি ভগবান !
 রামনামে পুলকিত সমস্ত ভারত,
 প্রতি রেণু প্রতি পর্ণ প্রতি নীরকণা
 উচ্চারে রামের নাম ! রামায়ণ গান—
 দক্ষিণে গাহিছে সিদ্ধু হিমাঙ্গি উত্তরে,
 গগনে নীরদ করে সে নাম প্রচার—
 অনুকরি বান্দ্যকির বীণার ঝঙ্কার !
 নিরখি সে পুণ্যজ্যোতিঃ অরুণের রাগে
 আজিও ভারতবাসী করিছে কীর্ত্তন

পুণ্যলোক যুধিষ্ঠির নাম ! সীমাহীন
 অশ্রুধির অবিরাম প্রবাহ হিল্লোলে,
 অবিশ্রান্ত উন্মিরোলে উচ্ছ্বাসে উল্লোলে,
 ক্লমসখ পাণ্ডবের অপূৰ্ণ বারতা,
 নাগ নর দেবধামে হইছে উদগীত
 মহা ভারতের মহা গানে ! কীর্ত্তি গাণা
 বিক্রমের, কবীন্দ্রের বীণার নিকনে—
 বেণু বীণা মৃদঙ্গের নিম্নি মধু ধ্বনি,
 বিহঙ্গের নির্ঝরের জিনিয়া ঝঙ্কার,
 ধরা স্বৰ্গ মুগ্ধ করি আজিও ঝঙ্কত !
 সে নন্দন অবনীৰ সূচির নন্দন,
 কীর্ত্তি কল্লতরু দলে, মন্দার-মোহন !
 সম্ভব সূত্বে শূত্রে সূধার আকর
 সূত্বেবনা এ কীর্ত্তিকুঞ্জ মন্দারের থর !
 দস্যুর আঘাতে দিল্লী জর্জরিত কায়—
 ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাও কাল দণ্ডাঘাতে,
 ভূবন সুন্দরী তাজ যমুনা জঠরে
 বিসর্জিবে কালে কভু সৌন্দর্য্য আপন,

লুটাইবে রেণু সাথে কীর্তি মোগলের,—
 কিন্তু সমদর্শী সেই সম্রাটের নাম
 জগদগুরু আকবর হইবে ধ্বনিত
 অনন্ত কালের কণ্ঠে ।—“জগদীশ্বরোবা
 দিল্লী-ইশ্বরো বা”—গাবে ভক্তি উচ্ছ্বসিত
 সিঙ্ধু গিরি মেখলিত বিশাল ভারত !
 উঠে যদি উঠিবে সে হর্ম্য মনোহর
 কীর্তি ছলে সাম্রাজ্যীর,—রহি কিছুকাল
 দাঁড়াইয়া—কালে কভু হইবে বিলীন ;
 কিন্তু মজ্জাভেদি যার ছুটিয়াছে মূল,
 রাণীর সে কীর্তি তরু স্রুথাবেনা কভু !
 গভীর হৃদয়ে যার ভিত্তি প্রধাবিত,
 সেই ভিক্টোরিয়া যশোমন্দিরের চূড়া
 কাঁপিবে না, একটাও ইষ্টক তাহার
 হবেনা দেউল চ্যুত, রবে তা অক্ষত
 অনন্ত অনন্ত কাল ! হুর্ভিক্ষের গ্রাসে
 জীয়ে যদি হিন্দুস্থান, অশোক বিক্রম
 আকবর কীর্তি সাথে ভিক্টোরিয়া খ্যাতি

আচন্দ্র আশ্রয়্য রবে বিখ্যাত ভারতে !

মহীষসী মহারানী-কীর্তি নিকেতন,
 অপার্থিব মহিমার চির নিদর্শন,
 বিধাতা নির্মিত দিব্য সূবর্ণ মণ্ডিত
 অমল প্রোজ্জ্বল পঞ্চ মণি ঝলসিত,
 হেরিবারে সাধ যদি, তুলিয়া নয়ন
 ভারত গগনে ওই কর দরশন ;—
 শ্রীরামমোহন রায় ধান্মিক ধীমান,
 বিদ্যার সাগর ভবে মমতা-মহান,
 বাণীপুত্র যধুবানি শ্রীমধুসূদন,
 দীপক আলাপী হেমচন্দ্র বিমোহন,
 প্রতিভার অবতার অতুল বঙ্কিম—
 মাতৃভক্ত মহাপ্রাজ্ঞ গুণজ্ঞ অসীম,
 রানীর রাজশ্রী কাল কীর্তির শিখর,—
 এই পঞ্চ রত্নরাগে দেখ কি সুন্দর !
 এই পঞ্চ শুক্রতারা ভারত আকাশে,
 উষা সমাগম বার্তা সহাস্ত্রে প্রকাশে !

কবি ;—

বিধির বিধানে এই বৃটীশ শাসন,
ভারতে সতাই দেবী মঙ্গল কারণ ।
গীতার উদার পথ হারায়ে ভারত,
অহঙ্কার অন্ধরথে

অজ্ঞতা পঙ্কীল পথে
আত্মনাশ অন্ধকারে ধাইছে নিয়ত,
ইংরাজ সবিতালোকে
উজ্জ্বল বঙ্কিম চাঁদ

উদিলেন নৈশাকাশে অপূর্ব সুন্দর,
সে পূর্ব পবিত্র পথ করিয়া গোচর !

পিতৃবিত্তে মূঢ়োন্মত্ত পরিত্যক্ত পতিত
সুরামত্ত, পথিকের পদ বিদলিত,
আত্মদ্রোহী দৈত্যাদম
জঘন্ত জগতী তলে,

ভিক্ষুক কুকুর-বৃত্ত অধম ঘণিত,
নির্কোষে ভারত বাসী পাপিষ্ঠ পতিত,

বুঝিয়াছ পূর্ণব্রহ্মে নিজেরা যেমন
কপট কুচক্রী ধৃত্ত অনর্থ কারণ ;—

আপনার মন মত

*আদর্শ গড়িয়া নেছ,

দস্যু যথা খুলি লয়ে রূপান করাল
সাজায় ডাকাতে কালী দিয়ে লাঠি ঢাল !
হে ভারত একবার মেল দিলোচন,
শিররে দাঁড়ায়ে দেখ দেবের নন্দন !

শ্রীকৃষ্ণচরিত সুখা—

পান পাত্র হাতে লয়ে,
একবার বিন্দুমাত্র ব্যাদানি বদন
সুখা পিয়ো—মোহ ভাঙ্গি হও সচেতন !

আদর্শ মানব রূপে

দেখাইলা জগদীশে,—

ভৎসনা করিছ তাই সে মহা পুরুষে ?
হা অদৃষ্ট, তোমরা যে আদর্শ মাহুষে—
মানব-অধম হ'তে বানরের সাজে
উপস্থিত করিয়াছ মানব সমাজে !

বিশাল এ ভবতলে ভাগবত জন
 হয়নি বিকৃত কভু কৃষ্ণের মতন !
 বানরের হাতে পড়ি শিবের মুরতি
 হায়রে, পেয়েছে কিবা দারুণ দুর্গতি !
 ভুঞ্জিতেছ প্রতিফল অনুরূপ তার,
 হইয়াছে পদাঘাত হায়রে আহার !
 ছিল যারা দেব কল ধরা অলঙ্কার,
 আজি তারা কাপুরুষ নর কুলাঙ্গার !

“প্রচণ্ড উৎসাহে সবে মাত কন্মরুণে”-

নিরস্তর বিঘোষিত পাঞ্চজন্তু স্বনে ;

কুরুক্ষেত্র স্তব্ধতাব,

নির্ঝাঁক দেবতা সব,

রোমাঞ্চিত ধনঞ্জয়—প্রদীপ্ত গগনে,

হেরিছেন বিশ্বরূপ মানস নয়নে !

পতিত ভারত ! অহো বধির শ্রবণ—

শুনিতে পাওনা আর সে সঙ্ঘ নিশ্বন,

করি তাই ভেরী ধ্বনি
 সাহিত্যের শূরমণি,
 ধর্মতত্ত্বে দেবাদিষ্ট,
 বিচারে জগৎ জীত,
 করেন রোষণা “কৃষ্ণচরিত” মহান
 ছক্কত দমন সাধু তারণ আখ্যান !
 নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে করান দর্শন
 কপট লম্পট নন দৈবকী নন্দন !
 পাণ্ডিত্যের অভিমান
 উপাধির অহঙ্কার
 করি সবে পরিহার করহ ধেয়ান—
 নিষ্কলঙ্ক নারায়ন কৃষ্ণ ভগবান !
 ছিলেহ ভারত বাসী সর্বোচ্চ যেনন,
 হইয়াছ হায় আজি অধম তেমন !
 যেমন ছিলেন কৃষ্ণ কল্লনা অতীত,
 সকল আদর্শ হ’তে উচ্চে অবস্থিত,
 তারি মত অবনতি
 করিয়াছ তাঁর অতি ;

হায়, হিন্দু মূঢ়মতি হীন দুরাচার.
 আজি তুমি উপস্থিত বিচার আগার !
 বাঁচিবারে সাধ যদি করহ সন্ধান
 নিষ্কলঙ্ক নারায়ন কৃষ্ণ ভগবান !
 দ্রোপদীর ভয়হারী বন্ধু বিভৎসুর,
 গীতার গাহক দেবে ভজরে আতুর !
 ভাব সেই বিশ্বরূপ জীবন শঙ্কটে
 পাইবিরে শান্তি ধারা ভব নদী তটে !



উল্লাস ।

তপন নন্দিনী তরঙ্গ কম্পনে,
লহরী দলিয়া স্বরিত গমনে,
আয়গো আয়গো, মেলিয়া নয়নে
হের কি উৎসব সৈকত ময় !
ব্যাপিয়া বিপুল বগু প্রান্তরের,
শোভিছে সুন্দর শ্রেণী শিবিরের,
ফেনিল-তরঙ্গ যেন সাগরের
গগনের কোলে গড়ায়ে রয় !
শিবিরের চূড়ে চূড়ে শত শত,
উড়িছে নিশান পত পত পত,
ঐসারিয়া পাখা বিহগ বিনত
উন্মি শিরে শিরে উড়িয়া ফিরে,

জন কোলাহলে পূরিছে বিমান,
 বিজয় বজ্জারে ঘন বাদ্য ধ্বান,
 যেন সে সাগর তরঙ্গের গান
 মহাব্যোমপথ ফেলিছে ঘিরে !
 ঘন তোপধ্বনি ধ্রুং ধ্রুং ধ্রুং
 বিদারিয়া ব্যোম দিগন্তে ছুটে,
 বিক্ষ্য হিমালয় গহবরে গহবরে
 নাদে প্রতিধ্বনি,—শিখরে শিখরে
 ভৈরব আরাব রবিত, হুকারে
 কেশরী শার্দুল লাফায়ে উঠে !
 দ্রুত তরঙ্গিনী ধাইয়া বথা
 অম্বুরাশি দেহে প্রবাহ চালে,
 বেগে বাষ্পরথ ছুটিয়া তথা
 নরদলে নর উগারি ফেলে !
 নাবিলা নিজাম কাবুল গান্ধার,
 অযুত পদাতি সহস্র সোয়ার
 চলিছে দুধারে কাতারে কাতার,
 শিখির সাগরে মিলিয়ে গেল !

দর্পী মহীশূর সেক্দিয়া ইন্দোর,
জয়পুরপতি ভূপাল বিঠোর,
মহারাষ্ট্র শিখ কাশ্মীর রাঠোর,
বিপুল বাহিনী বহায়ে দেল !

রাজা মহারাজ হাজার হাজার,
আমীর ওমরাহ সংখ্যা করা ভার,
জনসিঙ্ঘ মহা অসীম অপার
নগর প্রান্তরে উছলি চলে ;

চারু পরিচ্ছদ বিবিধ বরণ,
মুকুতামণ্ডিত নয়ন রঞ্জন,
ঝক্ ঝক্ ঝকে দিব্য প্রহরণ,
ক্ষণপ্রভা তায় কেবলি ঝলে !

অম্বুরাশি গর্ভে কনক রুচির,
যথা বরুণের অপূর্ব মন্দির
শোভে রত্নগয়, চৌদিকে গম্ভীর ।

মহামুখি বাহ প্রহত হয়,—
তথা সে উৎসব সাগর মাঝারে,
শিল্প প্রদর্শনী বিচিত্র আকারে

ইন্দ্রধনু ছটা চৌদিকে বিখারে,
 মহাজন স্রোতঃ বেষ্টিয়া বয় !
 অর্ণব-তরণী সুবিপুল কায়—
 মহোৎসবাগার শোভিতেছে তায়,
 বিশাল বাদাম কেতন উড়ায়,
 দাঁড়ায় সাগরে অচল বলে !
 সুবর্ণ মণ্ডিত কঙ্ক মনোহর,
 স্বর্ণ সিংহাসনে শোভিত সুন্দর,
 পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্প শোভে ধরে থর,
 স্তম্ভ সারি সারি লতিকা দলে,
 চারু চন্দ্রাতপ ব্যাপে নীলাম্বর,
 চৌদিকে ঝলকে হীরার ঝালর
 কণকে জড়িত—নক্ষত্র নিকর
 ছায়াপথে কিবা ফুটিয়া রয় !
 ঘৃণীশ পদাতি চৌধারে বিহরে,
 তানু প্রভাষিত প্রহরণ ধরে,
 ছরু ছরু ধরা কাঁপে পদ ভরে,
 ভীকর হৃদয়ে সঞ্চরে ভয় !

জলিছে জহরে সুবর্ণের তাজ,—

বসেছে চৌদিকে ভূপতি সমাজ,

মধ্যস্থলে কিবা করেন বিরাজ

রাজেন্দ্র অনুজ ডিউক বীর !

মহামতি লাট কর্জন ধীমান

সুগম্ভীর স্বরে কর্ণ কম্পমান

নরেন্দ্র সমিতি—“এডওয়ার্ড” নাম

করিলা ঘোষণা,—নোয়ায়ে শির

রাজরাজেশ্বরে দানিলা সম্মান,

গম্ভীরে অদূরে গর্জিল কামান,

ঘন বাদ্যে বায় বিজয় তুফান,

কোটা কণ্ঠ গায় জয় এডওয়ার্ড !

ভুলোক ছালোক উঠিল কাঁপিয়া,

তরিতে ত্রিদিব ছয়ার খুলিয়া

দেখিলা দেবতা—উৎসাহে মাতিয়া,

বিপুল ভারতে উৎসব বিরাট !

ইন্দ্র প্রস্থ দেবী স্বর একবার

সহস্র যুগের বিরাট ব্যাপার,

পাণ্ডবের সেই মহাযজ্ঞাগার
যমুনা সৈকতে ভাতিল যবে,—

মানী দুৰ্য্যোধন বলীন্দ্র পাবনী,
ত্রিলোক বিজয়ী বীরেন্দ্র ফাল্গুনী,
কর্ণ মহাশূর জলন্ত আগুনি,
শ্রীকৃষ্ণ সহায় পাঞ্চজন্ত রবে ;

সাধিলেন যজ্ঞ স্বয়ং ধর্ম্মরাজ,
উরিলা মরতে অমর সমাজ,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর করিলা বিরাজ,

তেজঃ বীৰ্য্যধর অশ্বর সুর !
বিপুল পুলকে হৃদয় ভরিলা,
আসমুদ্র গিরি ভারত কাঁপিল,
জয় ধর্ম্মরাজ ক্ষত্রিয় গর্জ্জিল,

জয় নারায়ণ গাহিল সুর !
দেখেছিলা দেবী সেই একদিন,
মহারুদ্ধোপম ভীষ্ম উদাসীন,
মহারাজস্বগ্নে হইয়া আসীন,
কেশব চরণে দানিলা অর্ঘ্য ;

উল্লাস ।

ত্রয়স্ত্রিংশকোটী দেবতা সহিত
দেবেন্দ্র বাসব মন্দার অগ্নিত,
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি পবিত্র চরিত,

ধর্ম্মপদ পূজি লভিলা ত্রিবর্গ
ছন্দ্যার দ্বিষত দর্পী শিশুপাল,
গর্জিয়া উঠিল কালান্তের কাল,
যোর দরশন সহস্র ভূপাল

বহ্নি চক্র সম নয়নে চায় !
হায়, সেই সৌর্য্য কোথা ক্ষত্রিষের !
যাহে করিযুথ বিক্রমে সিংহের
মুহূর্ত্তে বিনষ্ট, ধারা রুধিরের

যজ্ঞ বেদীতল প্লাবিয়া ধায় !
ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী ! দেখ আরবার
সেই সে দিনের বিরাট ব্যাপার,
নব কলেবরে উদিল আবার,
নব ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে ;

পুরাও শ্রবণ নব জয় তানে,
ওই গুন দেবী স্মগন্তীর গানে,

কোটি কণ্ঠ উঠে অনন্ত বিমানে
জয় এডওয়ার্ড নামে !

প্রজাগণ ;—

জয় জয় জয় রাজরাজেশ্বর !
ভারত জৈশ্বর মহিমা সাগর !
অখিল আশ্রয় নিখিল পালন !
বিপক্ষ বারণ জগত শাসন !

মোরা— ভারত নিবাসী ভক্ত প্রজা
এসেছি উৎসবে নাচিতে,

কিন্তু— অনশন ক্ষীণ দুর্বল দীন

হয়— স্বলিত চরণ ছুটিতে !
পারিনাক প্রভু উদাত্ত স্বরে
গস্তীর বিজয় রাগেতে,
রাজরাজেশ্বর উৎসব তানে
হৃদয়ের সাধ মিটাতে !
ছিন্ন ভিন্ন হয় হৃদয় তন্ত্রী
ধমনী রুধির উগারে ;

ঘূর্ণিত মস্তিষ্কে মুদিত নেত্রে
 ভাসিহে তমোন্ধ পাখারে !
 আমরা অধম দুর্বল দীন
 চাহিনা উচ্চ পদ
 বিচার আসনে গৰ্জিত শিরে
 ঢালিতে দস্ত মদ,
 শুধু—নিরন্ন জঠরে অন্ন দাও হে,
 শোণিত শোষণ চিন্তা নাশহে,
 হৃদয়ে ক্ষুৰ্ভি দাও,
 তোমার আনন্দ বাদ্য নিনাদে
 গাহিতে শক্তি দাও !
 আর কিছু নাহি চাই,—
 শুভ অভিষেক উৎসব দিনে
 এসেছি অর্থী ক্ষীত আশায়,
 বাঞ্ছা কল্পতরু পূরাও বাঞ্ছা,
 ভক্তি উচ্ছ্বসিত উচ্চ ভাষায়
 আশীষ করিয়া যাই,
 আর কিছু নাহি চাই !

হিন্দু প্রজা ;—

হে বিধাতা ভারতের বরাভয় দাতা !
 রাজরাজেশ্বর প্রভু হুঃখ দৈত্য ত্রাতা !
 শোভাময় শাস্তিময় আনন্দ নিলীন,
 অবসাদ ভ্রান্তি ভেদ স্বেদ ভ্রান্তি হীন,
 উল্লাসের উন্মিধোত, স্ফূর্তি বিকম্পিত,
 হর্ষ তারে মুখরিত, ঐশ্বর্যো শিজিত,
 প্রোজ্জ্বল হীরকবাস হ'তে একবার,
 কর প্রভু দৃষ্টিপাত জলধির পার !
 সহস্র রজতধার—নির্ব্যর ঝরিত
 মঞ্জু কুঞ্জ সুশোভিত চঞ্চললোকিত,
 অনিন্দ্য নন্দন হ'তে আনন্দের রাণী
 মনি মুক্তা বিমঞ্জিতা চির স্নেহাননী,
 দেখ দেবী দয়্যাবতী দরিদ্রের ধরা !
 অশ্রুশ্রোতে উচ্ছ্বসিত কি আঁধারে ভরা !
 অঞ্জলি বাঁধিয়া শিরে করি স্তুতি নতি,
 গললগ্ন বাসে দৌহে করিগো মিনতি,

আমাদের আঁধি লয়ে আমাদের প্রাণে,
 দেখ চাহি ভাগ্যহীন ভারতের পানে ;—
 ওকি দৃশ্য ভয়ঙ্কর ! চিত্র করুণার !
 একি মা শ্মশান ! একি প্রেতের আগার !
 আলোক কি চিতানল ! সূর্য্য, সুধাধার—
 জলন্ত অঙ্গার ! হাস্ত—উচ্চ হাহাকার !
 মেঘ—চিতাধূম ! মন্দ্র—চিতার হুঙ্কার !
 নিকুঞ্জ—ভস্মের স্তূপ ! অস্থি কিসলয় !
 সঙ্গীত শিবির কণ্ঠে অবিরাম হয় !
 বিগলিত শবরাশি স্রবাস বিলায় !
 তটিনীর—অশ্রুণীর ভারত ভাসায় !

মুসলমান প্রজা ;—

দেখিছ কি ওহে প্রভু ভারত ঈশ্বর !
 ক্ষুধার্ত্ত সন্তান এক
 ক্ষীণ ছটী বাহ তুলি,
 জননীরে কুপসম দেখায়ে জঠর
 পড়িল ঢলিয়া ভূমে, করি হাহাস্বন

মৃত শিশু কোলে টানি,
 বিসৃষ্ট বদন খানি
 নিরখি উন্মত্তা মাতা তাজিল জীবন !
 হোথা পুনঃ অঁখি মেলি রাজেন্দ্র ঘরগী,
 স্নেহ মমতার হত্যা—
 হের কি লোমহর্ষণ ;
 পিশাচী প্রকৃতি কিবা শোণিত বরগী !
 ছঃখ-তপ্ত সংসারের শীত স্নান সম.
 সুখাইল নির্ঝরিনী !
 বুড়ুঝায় উন্মাদিনী
 জননী জলন্ত জিহ্বা,
 ঘন ঘন লেহি লেহি,
 নাগিনী বাঘিনী জিনি নিষ্ঠুর নিশ্চয়,
 আরক্ত জলন্ত নেত্র করিয়া ঘূর্ণন
 সুরসা সাপিনী সম মেলিয়া বদন
 প্রোথিল করাল দংষ্ট্রা সস্তানের বুকে !
 চীৎকারিল বৎসলতা
 দগ্ধ হ'ল কোমলতা,

নাগিনীর বিষ ছুটে
 শিশুটা আকুলি উঠে,
 চায় আহা মার পানে
 ধারা বহে ছনয়ানে,
 বাধা দানে মার প্রাণে
 জাগাইয়া লুপ্ত জ্ঞানে,
 ডুবে ক্ষীন আর্তনাদে হৃর্ভিক্ষের মুখে !
 ছিন্ন ভিন্ন অর্ধভুক্ত হৃদয়ের ধন
 বভুক্ষা প্রেতিনী হেরি
 বিকট চীৎকার করি'
 বিসর্জি কঠোর অশ্রু ত্যজিল জীবন ।
 হৃর্ভিক্ষ পিশাচী আজি কাল বসে হায়,
 নর নারী বক্ষ'পরি
 জলৌকা সমান বসি
 গুণে লয় ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ মমতায় !
 নথরে কবর খুঁড়ি তাহ'তে উদ্ধারি,
 ক্ষুধানলে ঘৃণাহতি দিয়া নর নারী
 গলিত দুর্গন্ধময় কীটের আবাস,

বিভৎস ভীষণ শব করিছে গরাস !
 নেহারি মুমূর্ষু এক টানে নাভি স্বাস,
 হের তারে দশ জন
 চৌদিকে বেষ্টিয়া বসে,
 ক্ষুধায় বিকট দন্ত করিছে বিকাশ,
 অমানুষ ভাব মুখে পৈশাচ উল্লাস !

হিন্দু প্রজা ;—

দীর্ঘকায় কঙ্কালেরা ফিরে হেথা হোথা
 মনে হয় ত্রেতা যুগে রণাহত ষত
 রাক্ষসের দল সব এসেছে উঠিয়া ;
 প্রতিহিংসানলে অস্থি জ্বলিছে তাদের,—
 বাসনা সে রাঘবের পবিত্র ভারত
 বিভৎস উৎসব ময় করিবে শ্মশান !
 কোথাও প্রেতিনী সমা সীমন্তিনী কুল,
 অমশনে মসৌ অঙ্গ বিবসনা বেশ
 চলে যায় সারি সারি ; আর্তকলরবে
 পূর্ণ করি ধরাতল শ্মশান উৎসবে !

ছুঁপোষ্য শিশুকুল তপ্ত বালুকায়
 উলটি পালটি হায় হয় মৃন্মান !
 লতিকা বিচ্যুত যেন কোমল কোরক
 নিদাঘের উষ্ণাঙ্গে নীরবে শুকায় !
 জীবিত কঙ্কাল কোটী—কি দৃশ্য বিকট !—
 চলিতেছে ধীরে ধীরে ভারত আবরি,
 কোটর প্রবিষ্ট অঁাখি চারিদিকে চায়,
 পাড় ভাঙ্গা পরিত্যক্ত কুপ গর্ভ মাঝে
 শুষ্ক প্রায় জল যেন করে চিকি মিকি !
 গগু চর্ম্মে দশনের প্রতিকৃতি অঁাকা,
 ললাটের প্রাস্তব্ধ গিয়াছে বসিয়া—
 গৃহের গলিত চাল ভগ্ন বংশপরে
 যেন হায়, স্থানে স্থানে গিয়াছে নামিয়া !
 গোণা যায় পঞ্জরের হাড় সারি সারি
 খড়া ওড়া বাকারির যেন ঠাটখান ;
 বক্ষস্থল বসে গেছে শুষ্ক জলা যেন,
 কর পদ সরু সরু গ্রন্থি মাঝে মাঝে,
 ছিন্ন দড়া যোড়া যেন শুষ্ক মোটা গাঠে,

কোথা কেহ পড়ে আছে রুগ্ন গলা দেহে
শোভাঞ্জন তরু যেন পচিয়া শুকায় !

ইন্দ্রপ্রস্থ দেবী ;—

কি লোমহর্ষণ দৃশ্য ! হুর্ভিক্ষ রাক্ষসী
করাল কপাল মুখ করিয়া ব্যদান
কোটি ক্ষুধার্তের রোলে বিদারি অস্থর
দিল করতালি, যেন লক্ষ্যক কঙ্কাল
পরম্পর প্রতিঘাতে উঠিল বাজিয়া,
সহস্র প্রেতের যেন পঞ্জরে পঞ্জরে
কি এক ভৌতিক মন্ত্রে বাজিল ঝঙ্কনা !
সে দানবী দস্তে দস্তে করিল ঘর্ষণ
যেন প্রাণী জগতের সব অস্থি গুলি
এক সঙ্গে জাঁতযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইল !
সে রাক্ষসী পিষাচিনী নাগিনী সমান
মুহুমূহু শুষ্ক জিহ্বা করে সঞ্চালন,
দগ্ধ শেষ হ্রস্ব হ'তে ধিকি ধিকি শিখা
উঠি যেন অঘোষিছে আরেক সংসার !

নাড়ীর তন্মতে শত প্রহি দিয়ে গাঁথা !
 শত ছিদ্রময় ছিল শুষ্ক নর চর্মে
 বাধা কটী, অন্ধ নগ্না রুধির অধরা
 ধায় রক্ষী, আর্তনাদে কাঁদে বসুন্ধরা !
 বে দিকে কঠোর নেত্রে করে দৃষ্টিপাত
 সরস নিকুঞ্জে হয় শুষ্ক পর্ণ পাত,
 বকুল বিহীন দ্রুম খেত কাণ্ড পরে
 শত শুষ্ক শাখা তুলি সারি সারি সারি
 বজ্র দগ্ধ দৈত্যাবাহ সম শোভা পায় !
 প্রচণ্ড নিশ্বাসে তার আঘাত অস্থরে
 নিবীড় নীরদ শূন্যে জলে উড়ে যায় !
 শুকায় সরসী কুল, নির্ঝরের দ্বার
 রুদ্ধ হয়, শুষ্ক মাটি তটিনী হৃদয়ে
 উঠে ফাটি, উপবনে জলে তরু লতা,
 স্মৃশ্রাম প্রাপ্তর হয় তাম্রের মতন !



যমুনা;—

পাছে ধায় মহামারী স্মৃতিঙ্ক দশনা,
 জটায়ু জলিছে চিতা, আভায় তাহার
 হ'য়েছে আরক্ত বর্ণ ভারত অম্বর !
 নিঃশ্বাসে নিকলে ধূম—কাল মেঘ সম
 তমসায় সমাচ্ছন্ন করি বসুন্ধরা !
 গভীর ছন্ধারে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম ।
 বায়ু হস্তে কাষ্ঠভার পর্বত প্রমান,
 দক্ষ করে তৃণ গুচ্ছ জলে দপ্ দপ্,
 সহস্র নগর শীর্ষে লক্ষ লক্ষ গ্রামে
 লক্ষ লক্ষ ফিরে শিখা প্রভঞ্নে মাতি !
 ধূধু ধূধু স্পর্শি শূণ্য উঠে বৈশ্বানর,
 অনন্ত অনন্ত ফণা উর্দ্ধে তুলি যেন
 লক লকি লোল জিহ্বা ছলিয়া ছলিয়া
 স্রবোর উচ্ছ্বাসে শ্বসি তুফান সমান
 মারিছে ছোবল রোষে স্রবোর সংসারে,
 জালাময় হলাহলে নিমেঘে অমনি

ভস্ম হয় সুখাবাস আনন্দউদ্যান !
 লোহিত নয়ন প্লেগ বিকারে বিহ্বল !
 কাল সর্প বিষে দন্ধ মণ্ডকের মত
 পাণ্ডুর দেহেতে বয় গন্ধকের গন্ধ !
 ধায় দৈত্য পদভরে কাঁপায় ভারত !
 সাথে সাথে শিরোপরে লক্ষ গৃধ কক্ষ
 কর্কশ চীৎকারে ধায় আবরি অম্বর,
 নিম্নে বসুন্ধরা ছেয়ে শৃগাল কুকুর
 উর্দ্ধ তুণ্ডে ডাকি ডাকি চলেছে ছুটিয়া !
 উচ্চ সম উড়ে চলে বিকট পিশাচ, :
 সরোবর নদ নদী হ্রদ পারাবার
 ফুটিয়া ঝসিয়া উঠে উথলি উছলি !
 হাহাকার হুহুকারে কাঁদে দিগঙ্গনা,
 অনল হলকা তুলি বহে প্রভঞ্জন,
 বজ্র গর্জে অগ্নি বৃষ্টি করে কাদম্বিনী !
 দাবানলে দহে বন,—লক্ষ নির্ঝরৈর
 বারিবেগ বিহরিত নিত্য কল্লোলিত—
 হিমগিরি গর্ভে উঠে অনলের শ্বাস !

দগ্ধ অঙ্গ ছট ফটি পশু পক্ষীর
 মুহূর্তে লুটায় পড়ে অবনী আবরি !
 যত দূর চলে যায় রাক্ষস রাক্ষসী,
 শবগন্ধে চিতা ধূমে গলিত সংসার
 রৌববেব বিভীষণ বিভৎস ছায়ায়
 দেখায় সে প্রলয়ের ভূতনাথ ছবি !—
 মহাকাল মহাঘোর উন্মত্ত সংহারে,
 কপাল মলিনী কালী দলি শবস্থল
 ধেই ধেই থেই থেই নেচে নেচে যায় !

প্রজাগণ ;—

আর না—আর না—প্রভু, ফেল শীঘ্র ফেল
 প্রেতের এ রঙ্গালয়ে চির যবনিকা !
 বল বল ভারতেশ ! এ শ্মশানে বসি
 কোন প্রাণে বাজাইছ উৎসবের বাসি !
 ইংরাজ রাজ্যের এই কলঙ্ক কালিমা
 ধুয়ে ফেল দয়া ধারে প্রকাশ মহিমা !

শুধুই হুঙ্কারে প্রভু রাখিব গরিমা !
হায়রে ইয়ুনানি নীতি বৃটীশ মহিমা !

কবি ;—

লক্ষ্মীর অক্ষয় ধনে পূর্ণিত সংসারে
প্রবীণা গৃহিনী ওগো ভারত জননী,
এই কি ললাটে তোর নিখেছিল বিধি ;
অপরের হাত তোলা শাকারের প্রতি
চাহিয়া করুণ নেত্রে ধরিবি জীবন ?
লাঞ্ছনা তাড়না শত তিরস্কার সহি,
শূন্য বিগ্ৰহ দেহে বিবর্ণ বদনে,
কাদ্মালিনী, দীন নেত্রে ধনীর ছয়ায়ে,
মৃষ্টি ভিক্ষা তরে ওগো রবি দাঁড়াইয়া ?
কি পাপে বিধাতা তোরে দিলা হেন তাপ ?
জগৎ জননী ছিলে ভূবন পালিকা,
আজি অনাথিনী তুমি ভিখারি বালিকা !

বাঁহার সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ মাণিক মুক্তার
উজলিত ত্রিভুবন, বাঁহার করুণা

মরুর উত্তপ্ত বক্ষে প্রবাহিনী বেগে ।
 রমা শ্রাম শস্ত্র রূপে হইত বিকাশ,
 বিমল হাসনি যার সহস্র সরসী—
 কাননে কন্দরে কিবা প্রান্তরে নগরে
 কুমুদ কল্লার দলে হাসিত হিল্লোলে,
 স্নেহের কণিকা মাত্র পাইয়া বাহার
 সন্ন্যস্ত জগতবাসী দৃষ্টপুষ্ট হ'য়ে
 ভাতিত আনন্দোৎসবে অসীম উৎসাহে,
 তাঁহারি কঙ্কাল ওকি অস্থির মালায়
 বিথারে বিকট ভাতি ? তাঁরি অকরণী
 সীমাহীন মহামরু ওকি ধু ধু করে ?
 অশ্রুহীন অঁপি ঝলে মরীচিকা শিখা ?
 নীর হীন হৃদ বক্ষে শুষ্ক উপবনে
 দীর্ঘশ্বাস ছুঁ করে তপ্ত বাত রূপে ?
 মাতৃ স্নেহ বিবর্জিত হেরি মার মুখ
 চতুর্দিকে কোটা কোটা পুত্র কন্যা তাই
 আতঙ্কে শিহরি ওঠে ? , বষ্টিয়া তাঁহারে
 সংখ্যাতিত অস্থিমার সন্তান সন্ততি

অন্নদে অন্নদে রবে করিছে চীৎকার !
 শতাব্দী ব্যাপিয়া হেথা শুধু হাহাকার—
 নাই নাই নাই তার কোন প্রতিকার !
 শত মহামারী বলে ঘোর বলীয়ান
 দুর্ভিক্ষের আশ্ফালনে, জিনিয়া বিবাণ
 প্রচণ্ড হুঙ্কারে তার—উঠিছে কাঁপিয়া
 আসমুদ্র হিমাচল অথও ভারত !
 ভীষণ সংগ্রামে তারে করিয়া সংহার
 উঠেনা রাখিতে কেহ কীর্ত্তি করুণার !
 প্রমত্ত বারণ সেই দলিয়া সংসার
 ধাইছে দুর্ব্বার বেগে—বধিতে তাহার
 জাগেনা দুর্জয় সিংহ ঘূর্ণিত নয়নে !
 ভরদৃষ্ট ভারতের ! সন্তাপ অপার !—
 রুদ্ধ এবে দেব ধামে দয়ার দুয়ার !

যে দিকে ফিরাই আঁখি নেহারি কেবল—
 অগ্নিগিরি অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে বুভুক্ষা অনল
 প্রলয় অনল সম জলিছে কেবল !
 ছহ ছহ ধূধু ধূধু শব্দ অহর্নিশ

যেন স্বনে চতুর্দিকে লক্ষ আশিবিধ !
 অথবা সে দশাস্ত্রের চিতার নিস্বন
 উঠে যেন অবিরাম বধিরি শ্রবন !
 চতুর্দিক হ'তে অহো কালীর মুরতি
 পতঙ্গ পালের মত অস্থি চন্দ্র সার
 গড়িছে সে মহানলে, কি দৃশ্য ভীষণ !
 নূতন জনমেজয় এলো কি আবার ?
 ভারত কি হোমকুণ্ড হ'য়েছে তাহার ?
 বিশ্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের সর্বভুক শিখা
 ওই কি সে ছহ শব্দে উড়িছে গগনে ?
 রক্ত আভা রঞ্জিয়াছে ভুলোক ছালেক ?
 ওকি দৃশ্য !—কাল মেঘ গ্রাসিল গগন ?
 ওকি শব্দ !—মন্ডিল কি প্রলয় জলদ !
 একি কম্প !—স্বসিল কি সংহারের ঝড় !
 ফুৎকারে নিভায়ে দিল চক্রে সূর্যালোক !
 না না—ওই ব্যোমব্যাপী ভীষণ দর্শন
 প্রলয় পমোদ নয়—হের ভয়ঙ্কর
 নর মেধ মহা যজ্ঞে আহুতি হইতে

আসিরাছে কোটী নর, ওই তাহাদের
 অনশন-মসী-দেহ ঘনীভূত নভে !
 শ্রবন ভৈরব রব মেঘ মস্ত্র নর—
 উহাদের আর্তনাদ হাহাকার ধোর !
 নহে ঝড় মহাকাল রুদ্রের কুংকার,
 বুভুক্ষার ভীমোচ্ছ্বাস কাঁপায় ভুবন !
 নাহি কি আন্তিক কেহ কল্পনা আধার
 লক্ষ্মান জীবে চাহি উর্দ্ধ বাহু হ'রে
 মাঠেঃ মাঠেঃ রবে অভয় প্রদানে !
 ঢালিয়া দয়ার সিঁদু লোম হর্ব ওই
 নর মেঘ যজ্ঞানল করয় নির্ঝান !

জানিনা জানিনা হার, কাহার পাপেতে
 ভারতের এ দুর্দশা মূর্ত্তিমান আজি,
 জানিমা জানিমা কার পৈশাচ উৎসবে
 নিমন্ত্রিত হ'ল আজি প্রেতের নগর !
 মহা নরমেধ এই ভীষণ যজ্ঞের
 কে করিল অগ্নোজ্ঞান জানিনা জানিনা,

জানিনা হা কে নিশ্চয় এ হোমকুণ্ডের
 নিম্ন হ'তে দিতেছেরে ঠেলিয়া ইন্ধন ;
 জানিনারে উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধ শিখা পরে
 কে রাক্ষস কে পিশাচ অবিরাম ধারে
 ভীবন্ত প্রাণীরে ধরি দিতেছে আহতি,
 অগ্নিগর্ভে দহমান সে লোম হর্ষণ
 কঠোর করুণ ঘোর জীবের চীৎকারে—
 জানিনারে কোন দৈত্য অতৃপ্ত আমোদে
 উৎকট আনন্দ নৃত্যে কাঁপায় বসুধা !
 কিন্তু জানি ভিখারিনী হুঃখিনী ভারত
 জননীর শিশুমেধ এ যজ্ঞের নাম !

এসহে বাস্তবিক ব্যাস এস আরবার—
 রাজস্বয় অশ্বমেধ যে সুরে গাহিলে,
 তার চেয়ে উচ্চ তারে বীণাযন্ত্র বাঁধি
 বাজাও জলদ মন্ড্রে ভৈরবী রাগিণী !
 স্বাধীন ভারত হবে গাহিলে তখন
 স্বাধীনতা মহোৎসব আনন্দ নর্তন,—
 পরাধীন ভারতের গাও এবে কবি,

আৰ্ত্তনাদ উতরোল বিষাদ ক্রন্দন !
 পঞ্চবিংশ কোটি এই বুভুক্ষা প্রেতের
 আৰ্ত্তনাদ উতরোল প্রতি শ্লোক হ'তে
 তব উঠুক গরজি,—সে ঘোর গর্জন
 মেঘের নিনাদে ধাই অন্তরীক্ষ পথে
 নীলাম্বুধি পারে ওই হেম হর্ম্যা চূড়ে
 হউক ধ্বনিতঃসদা ! পঞ্চাশত কোটি
 নয়নের অশ্রুজল—অক্ষরে অক্ষরে
 তব উঠুক উছলি, ভাসায় ভরত
 উঠুক সে অশ্রু সিঙ্কু অল ভেদ করি,
 অর্কুদ তরঙ্গ তার উত্তুঙ্গ প্রাসাদে
 হউক প্রচণ্ড বেগে গ্রহত সতত,
 কাঁপুক গভীর ভিত্তি ; উদ্ধাম করনা
 স্বর্গে স্বর্গে কুধার্ত্তের কুধাগ্নির শিখা
 ছুটুক বিদ্যাত্ তেজে, সে বিকট ছাতি
 নৃপেন্দ্র নয়নে নিত্য হউক ঘূর্ণিত,
 তাহ'লে তাহ'লে কোটি কুধার্ত্তের জালা
 বুঝিবেন ভারতেশ ! তাহ'লে বুঝিবা

কোম্ভী কোটী শুক কণ্ঠ ভূমিতের তাপ
পন্নশিবে ভারতের প্রতিনিধি প্রাণে,
দ্রবিলে তুমার স্তূপ পার্লামেন্টের,
করুণার কল্লোলিনী কবে কল স্বনে
নৃপ কর্ণে—দয়া কর দুঃখিনী নন্দনে !

ভারতের প্রজা—হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি,—

অগ্নি মা ভারত রানী করুণা রূপিনী,
কুধার্তের গ্রাসে তুষ্ট হ'বে স্নেহময়ী ?
দরিদ্রের ছিন্ন ঝুলি ঝাড়িয়া জননী,
ঝকিবে যে ব্যোমস্পর্শী সুবর্ণ শিখর,
তাহে তব পুত্র আত্মা সন্তোষ পাইবে ?
নিরন্ন অর্কদ নর স্বতির মন্দির
বেষ্টিয়া—বিদারি কণ্ঠ বিবাদের গীত
গাহিবে যখন,—অগ্নি বৈকুণ্ঠ বাসিনী,
তখন কি ও হৃদয় উৎস সমতার
রহিবে গো অনাকুল ? যবে কোটী প্রেভ,

হানিয়া উদর—বক্ষে করাঘাত করি
 ফিরিবে উৎকট রোলে পার্শ্বে প্রাসাদের,—
 প্রফুল্ল উদ্যানে হায়, কুহরিত পিক,
 শুনাবে কি সুসঙ্গীত তোমায় তখন ?
 অনশন-মৃত-মৃত মাতৃ অশ্রুধারে
 ঈষৎধার জাহ্নবীর উচ্ছ্বসিত শ্রোতঃ
 পরশিবে ও মন্দির তখন কি মাতঃ,
 উত্তপ্ত সে শ্রোতঃ স্পর্শে দয়ার্জ হৃদয়
 রবে কি সুস্থির ?—না না—জানিগো জননী
 আনন্দের সুনন্দন আশার স্বরগ,
 ভোগের বৈকুণ্ঠ ধাম ঐশ্বর্য্য অলকা,
 হাস্যলাল্য নীলাস্থল অম্পরা আলয়—
 অতুল লগুনে তব দয়িতের ছবি,
 হাস্যে রাখিয়া গেছ যে ভাবে জননী,
 বভৃক্ষিত ভারতের মরুময় বুকে
 সে ভাবে হাসিতে মাগো, পারিবে না তুমি !
 বিবাদ বিঘোর এই তমসার নাথে
 সুহসিত সুবর্ণের মুরতি তোমার,

বসাইলে স্নেহময় ও মাতৃ হৃদয়,
নিদারুণ অবসাদে হইবে পীড়িত !

কবি ;—

ভারতেশ ! ভারতের ভিক্ষুর সঙ্করে
বুভুক্ষিত ভারতেরে ছুটী অন্ন দাও !
ইথে নাহি বর্ণ ভেদ হিন্দু মুসলমান,
সবাই দানব দন্তে চর্কিত সমান !
ইথে নাহি মত ভেদ কাকের যবন,
সবাই রাক্ষস গ্রাসে পরিভ্রাহি ডাকে !
হায়গো স্থাপিবে যায় স্মৃতির মন্দির,
বাজাইবে এ শ্মশানে উৎসবের বাঁসি,
অনন্ত ভারত দৈন্ত তায় ঘুচিবে না—
অসীম ভারত ক্ষুধা জানি নিবিবে না,
কিন্তু হে ভারত প্রভু জানিও নিশ্চয়,
সে অর্থে জঠরানলে পড়ে যদি জল
একটা জনের, উষ্ণ হয় যদি তায়
একটা শীতল অঙ্গ, ফিরে যদি প্রাণ

একটী মমুষুদেহে, জ্যোতিঃ হীন আঁখি
 কাহারো উজ্জ্বল হয়, হয় পুষ্ট যদি
 একটী বিশীর্ণ দেহ, জানিও নিশ্চয়
 শত স্মৃতি মন্দিরের ফলিবে হে ফল,
 সহস্র উৎসব চেয়ে আনন্দ বিমল,
 স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সুধাধারা ঢালিবে হৃদয়ে !
 ওই শুন চারিধার ভারত ব্যাপিয়া
 সহস্র সহস্র প্রজা নিশীথ সন্ধ্যায়,
 ডাকিছে কাতর স্বরে জঠর আলায়—
 “রক্ষা কর নরেশ্বর জীবন যে যায় !”
 এদের কাতর স্বরে পাতহে শ্রবন !
 ইহাদের হাহাস্বাসে আর্দ্র কর হিরা,—
 হিমাঙ্গি হইতে উর্দ্ধে কীর্তির শিখর
 উঠিষে—গগন ভেদি স্বর্গে সে নিশান
 হৈমাবিভা বিথারিবে, তব কীর্তি গাথা
 পুণ্য কথা সাথে সাথে কোটী কণ্ঠ উঠি
 পূরিবে অনন্ত ব্যোম,—কত কাব্য কোটী
 ধন্য হ’বে তব ভাব ধরিয়া হৃদয়ে !

কঠোর পাষণ বন্ধে—নিকুঞ্জ মন্দিরে,
 মরুবন্ধে—কল্লোলিত লহরী উল্লাসে,
 শ্মশানেতে—সংসারের হর্ষ কোলাহলে,
 শান্ত ক্ষুণ্ণ ভূমিতের আশীষ উচ্ছ্বাসে,
 রচিত হইবে তব স্বর্ণ সিংহাসন,
 পাপ তাপ হীন সেই শাস্তির আশ্রমে !



ভারত মাতা ।



আইস কুমার ! করি আশীর্বাদ ;—
যুগে যুগে হেন সাম্রাজ্য গৌরব
মণ্ডিত মুকুটে শিরঃ শোভা করি,
অবনী মণ্ডলে বিলাও সৌরভ !

সে পূর্ব গৌরব হারায়ে ভারত
অকূলে বাইতে ছিলগো ভাসিয়া,
হারান সে কুল আঁধারের কোলে
তোমরা ইংরাজ দেখালে আসিয়া !

মুক্ত হস্তে জ্ঞান রত্ন অনুপম
অবিরত হেথা করিছ বর্ষণ,
মনুষ্যত্ব বাছে লভে হিন্দুস্থান
সহস্র উপায় করিছ কীর্তন !

উন্নতির পথ দেছ দেখাঠিয়া,
 বিধাতা বিমুখ ভারত বাসীর—
 উন্নতির পথে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
 দিন দিন হয় দুর্বল শরীর !

প্লীহা বিদারণ লোমহরষণ
 বৃটীশ ভারতে হ'য়েছে প্রচার,
 এ ব্যাধি বিষম—মহামারী হ'তে
 ষিভীষিকা প্রাণে করেছে সঞ্চার !

ইহার লক্ষণ বেদে বাইবেলে
 কোরাণে পুরাণে নাহিক প্রচার !
 ইহার চিকীৎসা কর নরেশ্বর,
 নহে এ ভারত হ'ল ছারখার !

স্বজাতি বংশল বিখ্যাত ভুবনে
 রুটন নন্দন অতুল ধরায়,
 স্বাধীনতা প্রিয় গর্ভিত হৃদয়
 ভুবনে এমন নাহিক কোথায় !

জাজ্জল্য প্রমান করিতে প্রদান
হায় কি তাহার বৃটীশ কুমার,
ভারতবাসীর প্লীহা বিদারণ
দুরারোগ্য ব্যাধি কৈলে অবিস্কার ?

পবিত্র প্রথর ত্রায় ধর্ম্মাসনে
ত্রায় দণ্ডধর দিব্য জ্যোতিষ্মান,
তাহারি আবার করি অভিনয়
করেন প্রচার মহিমা মহান !

বিরাট বিক্রম বৃটীশ বীরেশ
ভীম পদাঘাতে বিদলিলে প্লীহা,
বিজয় বাদিত্র বৃটীশ পত্রিকা
ঘোষণা গর্জিয়া—“যথার্থই ইহা” !

বিজয় ঝঙ্কারে বৃটীশ হুঙ্কারে
ভারত বাসীর শোণিত উচ্ছ্বাস,
ক্ষীণ আর্তধ্বর কোথায় মিলায়
ঝলসে হৃদয় দারুণ হতাশ !

বজ্র বিদ্যাময় মেঘের মতন
 আতঙ্ক ভীষণ ভারত অন্ধরে,
 মুহুমূর্ছ ঘোর গরজিয়া উঠে
 ধর থর প্রজা কাঁপয় অন্ধরে !

এ হ'তে নিষ্ঠুর ছিল কি সে প্রণা ?
 নরবলি দিয়ে নাট্যিত যখন
 নিষ্ঠুর হৃদয় ঘাতক নিচয়
 রুধিরে রঞ্জিয়া বিভৎস বদন ?

দেবতা বাঞ্ছিত স্বজাতি বাৎসল্য—
 একূপে পরীক্ষা দিতেছ কি তার ?
 বীর হৃদয়ের এই উদারতা ?
 স্বাধীন চিত্তের এই কি প্রসার ?

নিরস্ত্র দুর্বল নিরস্ত্র কাকাল
 কেপিলে কুঙ্কর নাহি বার ভ্রাণ,
 মুষ্ঠাঘাতে তার প্লীহা বিদারিলে
 বৃটীশ পৌরুষ হয় কি প্রমাণ !

ছরদৃষ্ট হায়, বুঝিতে না পারি
কোথায় শিখেছ এই বৎসলতা,
প্রচণ্ড রোসের দৃপ্ত গীরীশের
অপূর্ব বীরতা কহে কি এ কথা !

ইহাই মিনতি আরতি আমার
ওহে ভারতের রাজ রাজেশ্বর !
শিখণ্ডীর আড়ে যথা ধনঞ্জয়
বিধিলা বিশিখে ভীষ্ম ধনুর্ধর,—

বিচার আসনে ধর্ম অবতার,
স্বজাতি বাৎসল্য শর ভয়ঙ্কর—
অসাধ্য বাহার করা প্রত্যাহার,
তীক্ষ্ণ অগ্নিমুখ বেন বিবধর,

ভ্রাতার আড়ালে করিয়া সন্ধান
বধোনা বধোনা ভারত বাসীরে !
তাহ'তে বরঞ্চ দলিয়ো ছুপারে,
মাতিয়ো তাগুবে ভারত রুধিরে !

নাদের দানার তৈমুর প্রেতের
বজ্র পদাঘাত সহেছি যে বৃকে,
সে বৃক পাষণ অঘাড অসান
ওতো পুষ্পাঘাত সব হাসি মুখে !

কবি;—

অপূর্ব ভারত ! অপূর্ব প্রথায়
হায়রে বিধাতা স্বজিলা তোমায়;
তুলনা তোমার ছিলনা কোথায়—
তিলোত্তমা তুমি চারু প্রকৃতির !

অপূর্ব তোমার অনাদি মহান
বেদোপনিষদ অনন্তের জ্ঞান,
ষড়দর্শন স্বরগ বিজ্ঞান—

অপূর্ব ভারত সমাধি ঋষির !

অপূর্ব অল্প কাব্য রামায়ন !
অপূর্ব অদ্ভুত 'ভারত' কীর্তন !
ভাগবত সুধা প্রেম প্রস্রবন !—

অপূর্ব ভারত নিকুঞ্জ বাণীর !

পিককুনপতি কবি কালিদাস—

চাঁদের জ্যোছনা পারিজাত বাস

বসন্তের হাসি রতির বিলাস—

বেথায় ঢালিছে আনন্দ মদির !

অপূর্ব রামের প্রজার রঞ্জন !

অপূর্ব কৃষ্ণের গীতার কীর্ত্তন !

অপূর্ব বুদ্ধের জরাদি দর্শন !—

অপূর্ব ভারত লীলা নিকেতন !

অপূর্ব প্রহ্লাদ ঋষ মতিমান,

জ্ঞানী শুকদেব বৈষ্ণব প্রধান,

অপূর্ব বানর ভক্ত হনুমান,—

তুমি মা ভারত ভক্ত বৃন্দাবন !

অপূর্ব ভারত পবিত্র লঙ্কন,

অপূর্ব ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পালন,

দুরন্ত কর্ণের কৃতজ্ঞতা ধন,—

অপূর্ব ভারত মাহাত্ম্য শিখর !

হরিশ্চন্দ্র রাজ শিবি পুন্যবান,
 রাজর্ষি জনক রঘু খ্যাতিমান,
 অপূর্ব কৌন্তেয় ক্ষমা মূর্তিমান,—
 অপূর্ব ভারত পুণ্যের আকর !

অপূর্ব সাবিত্রী অন্তক ত্রাসিনী !
 সুধাময়ী সীতা দশাশ্রু নাসিনী !
 দীপ্ত বেদবতী শিখা স্বরূপিনী,—
 অপূর্ব ভারত সতীর নন্দন !

অপূর্ব চামুণ্ডা রুদ্র বিমর্দিনী,
 অপূর্ব দ্রোপদী কাল কাদম্বিনী,
 অপূর্ব ঝান্সীর চামুণ্ডা তাষিনী,—
 অপূর্ব ভারতে বীরাস্ত্রনাগণ !

অপূর্ব আত্রেয়ী মহা বেদবতী,
 অপূর্ব রমনী খনা লীলারতী,—
 মরুতের চারু প্রতিমা ভারতী,—
 অপূর্ব ভারতে রমনী বৈভব !

দেবী অরুন্ধতী পবিত্র বাদিনী
অপূৰ্ণ চিরাক্ষ-ব্রত বিনাসিনী
মহাতেজোময়ী গাক্কার নন্দিনী,—
অপূৰ্ণ ভারত মহিমা অৰ্ণব !

অপূৰ্ণ তোমার কুরুক্ষেত্র গীত,
জীবন শব্দে গীতার সঙ্গীত,
অতি সে অপূৰ্ণ যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত
কপট লম্পট কৃষ্ণ ভগবান !

অপূৰ্ণ তাঁহার উদার চরিত—
ভীষ্ম যুধিষ্ঠির বিহুর বন্দিত,
যোগী শুকদেব বেয়াস সেবিত,
বৈরী নিদাক্ষণ কর্ণেরো পূজিত—
অপূৰ্ণ সে কৃষ্ণ তব্বর প্রধান !

অপূৰ্ণ কুরুর প্রতিজ্ঞা ভীষণ ;—
“সূচ্যগ্র মেদিনী দিবনা কখন !”
অপূৰ্ণ আবার মহা পলায়ন—
লঙ্কণসেনের অশ্বারোহী নদ্যে !

অপূর্ব প্রতাপ বিধর্মী বৃণায় !
 অপূর্ব আবার মানব হেথায়,
 জমদী বিলায় বিদেশীর পায়—
 অপূর্ব ভারত নারকীর নামে !

অপূর্ব তোমার লক্ষ্মীর আগার,
 অপূর্ব তোমার রতন ভাণ্ডার !
 অপূর্ব আবার চির হাহাকার,—
 অপূর্ব ভারত ক্ষুধার্ত এখন !

অপূর্ব ভারত বিশ্ব বিমোহিনী—
 রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ মুকুট ধারিনী !
 বাল্মীকি বেঙ্গাস মাল বিলম্বিনী,
 কালিদাস হাস্য স্মৃষ্টি ভাষিনী ;
 অপূর্ব আবার বিমুক্ত কেশিনী
 উল্লাসিনী ওই কঙ্কাল মালিনী ;
 ক্রন্দন আরাবে মেদিনী ত্রাসিনী,—
 অপূর্ব ভারত মুরতি ভীষণ !

আরো কি অপূর্ব দেখসে হোথায়
নন্দকুম্বরের বিচার প্রথায়,
ধোল ইতিহাস—লেখনী লীলায়
 পিশাচ কল্পনা শাস্ত সিরাজের !

সকলের চেয়ে অপূর্ব এখন
ভারতবাসীর প্লীহা বিদারণ,
শ্রাঘের আসনে শ্রাঘের হনন ;
 বলিহারি বুদ্ধি বৃটীশ বীরের !

ভারত ষালা ;—

ভারত যুড়িয়া প্রচণ্ড প্রবাহ
বহে বিজ্ঞানের বিপুল বিরাট,
অদৃষ্ট বিপ্লব ভারত বাসীর
পিপাশায় কণ্ঠ তবু হয় কাঠ !
পশুত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব লাভ
কিসে হয় সদা পড়িয়া শিখিছে,
হে ইংরাজ তব ভারত প্রজার
ক্ষুধার যন্ত্রণা তবু না নিবিছে ।

তীক্ষ্ণ দৈত্যকীট অস্থি মজ্জা ভেদি
করিছে প্রবেশ ভারত হৃদয়ে,
যদি তাহে বীর দেখিতে না পাও
না পার তাহারে নাশিতে নির্ভয়ে,

বিজ্ঞান প্রস্থনে ভূমিয়া ভারতে
জ্ঞান যুগালের শয়নে শোয়ায়ে,
উন্নতি অনিলে করিলে বীজন
ভারতের জ্বালা নিবিবেনা তায় !

এ জ্বালা যন্ত্রনা প্রলয় অনল
নিবাইতে ওহে নৃপ দয়াধার,
বহাও বহাও কোটী প্রাশ্রবন
নহে এ ভারত হ'ল ছারখার !

ভারত আশ্রয় ! যে জ্ঞান কিরণে
করিছ প্রকাশ কানন কন্দর,
যে নব বিজ্ঞান—আকাশ কুসুমের
মণ্ডিত করিছ ভারত সুন্দর,

ভস্মে হবির্ধারা সম বৃথা হায়,
 হইবে ব্যয়িত, যদি নাহি পার
 নিবাতে ভীষণ বৃটীশ ছঙ্কারে,
 ছুর্ভিক্ষ অনল রাজস্বে তোমার !

অতুলনা খ্যাতি স্মৃতির মন্দির,
 সহস্র জাতিয় মহা সম্মিলন—
 অশ্রুত অপূর্ব অবণী মণ্ডলে—
 বিরাট বিপুল ভারত শাসন,

সবি বৃথা হ'বে--একই মুদ্রায়
 বিকাইত যেথা আট মন চাল,
 সেথায় যদিহে নিত্য অনশনে
 চীৎকার কেবলি অগ্নের কাঙ্গাল !

মহামহোৎসব আজিকে ভারতে,--
 ঘোষিছে জগৎ তুলনা ইহার
 পুরাণে ভারতে মিলিবার নয়—
 ভবিষ্য ভারতো দেখিবে না আর !

হাসি আসে শুনি প্রলাপ বচন !
 হায়রে উৎসব মরীচিকাময় !
 ভারতে-উৎসব তাহারেই কয়
 অন্নদা যেথায় মূর্ত্তিমতী হয় !

কবি ;—

রাজস্বয়োৎসব—

ভারত মাতা ;— ।

কি শুনালি বাছা !

ধূলকে রোমাঞ্চ হইল আমার !
 কত যুগ গেল শুনিনি সে নাম!
 সে মধুর নাম শুনারে আবার !

হায়রে সে নামে উথলে আমার
 বহু শতাব্দির স্মৃতি পারাবার !
 সে হতে আমার মহিমা প্রচার—
 রাজস্বয়োৎসব বল বার বার !

রাজস্বয়োৎসব বল বার বার !
 সে হ'তে আমার মহিমা প্রচার !
 শুনেছি শ্রবণে গাণ্ডীব টঙ্কার !
 জগতে অতুল্য গীতার ঝঙ্কার !

রাজস্বয়োৎসব বল বার বার !
 সে হ'তে আমার মহিমা প্রচার !
 বেজেছে ব্যাসের বীণার ঝঙ্কার !
 যে তানে জগৎ আজি চমৎকার !

রাজস্বয়োৎসব বল বার বার—
 সে হ'তে আমার মহিমা প্রচার !
 ওই বীর শিশু কেশরী কুমার,
 কিশোর বয়স্ক রূপে যেন মার !

ধায় অভিমুখ্য করি মার মার
 দর্পে চক্রবাহ করিয়া বিদার,
 ক্ষত্র গুরু দ্রোণে লাগে চমৎকার !
 সপ্ত মহারথী পলায় চৌধার !

রাজস্বয়োৎসব— বলিস্নে আর—
 সে হতে আমার শোকের সঞ্চার !
 কুরুপাণ্ডবের সহস্র চিতার
 জ্বলিছে অনল হৃদয়ে আমার !

রাজস্বয়োৎসব—বলিস্নে আর—
 সে হ'তে দারুণ পতন আমার !
 রাজস্বয়োৎসব তুরীর নিনাদ
 বাজিতে পবনে কনোজে আবার,

গরজি উঠিল বহি পারাবার !
 বাসুকি উচ্ছ্বাসে রসনা লকিয়া
 ছাপরের সেই বিগ্রহ ভীষণ,
 দাঁড়াল ভীষণ ফণা আশ্ফালিয়া !

রাজস্বয়োৎসব বলিস্নে আর !
 সে হ'তে দারুণ দুর্দশা আমার !
 চরণে শৃঙ্গল বাজে অনিবার !
 ঝরিছে নয়নে অশ্রু শতধার !

রাজস্বয়ৌৎসব বলিসুনে আর—
নিদারুণ বৃকে বাজে ওরে বাজ !
ক্রুর জয়চাঁদ অহিকুলরাজ
দংশিল মরমে চৌহানের রাজ !

আহা বৎস সম নরকুলমণি
বীরচূড়ামণি পুত্র পৃথ্বীরাজ !
গিয়াছ কোথায় জননীর বৃকে
হানি উগ্রতর নিদারুণ বাজ !

পড়িলিরে বাপ দৃশদ্বতী তীরে
যেমনি কালের দশন দংশনে,
ডাঙ্গিয়া পড়িল পঙ্কর আমার !
লুটাই আপন নয়ন কর্দমে !

ওরে প্রাণাধিক জীবন কুমার—
যে দিন শুইলি শরশয্যোপরি
সে দিন হুইতে করি হাহাকার,
ঘুরিরে অন্ধাঙ ভগ্ন দণ্ড ধরি !

রাজহুয়োৎসব !—ওরে শ্রবণ
হওরে বধির, শুনায়েনা আর
শুনি যা এখনো—ঘোরীর গর্জন,
নরকের যেন শিখার ছস্কার !

রাজহুয়োৎসব !—এস মহাকাশ
দাওরে সঘনে বিঘাণে ফুৎকার !
ডুবাও ডুবাও যবন পীড়নে
মহা আর্তনাদ সতী ললনার !

রাজহুয়োৎসব—আয়রে প্রলয়—
অগ্নিপুচ্ছ তোর গগণে জলুক্,
ম্লেচ্ছ পদাঘাতে এ ক্ষত হৃদয়
কর ভয় ভরা যাতনা ঘুচুক !

রাজহুয়োৎসব !—উথল' জলধি
যমুনা জাহ্নবী মহানদী সোন,
যবন পাত্কা কর্দমে লেপিত
ভারতের অঙ্গ কর নিমগন !

রাজস্বয়োসব !—ওগো হিমগিরি,—
লক্ষ শৃঙ্গ শিরে পড় আছাড়িয়া !—
আজি যে ভারত চণ্ডাল ঘণিত
কর চুরমার সে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া !

রাজস্বয়োসব !—খস সূর্য্য শশি—
ভারত ব্যাপিয়া ঢালরে আঁধার !
জলিয়া এ মুখ হয়েছে অঙ্গার
কালো মুখ ওরে লুকাও আমার !

ওরে রাজস্বয় !—হায়, কি কুক্ষণে
হয়েছিলি তুই ভারতে উদয় !
তুই কি বিধির নিদারুণ সাপ
বসতি কি তোর ভারত হৃদয় !

জনমেজয়ের যজ্ঞ হত্যাশন—
তুই কি নিষ্ঠুর ঘোর দরশন ?
জলন্ত রসনা করি প্রসারণ
পুত্রগণে মোর করিস্ ভক্ষণ

“রাজহুয়োৎসব” কেন বল আর !
 আতঙ্কে শরীর শিহরে আমার !
 আজি শুভদিন—সর্বনাশী নাম
 করোনা করোনা উচ্চারণ আর !
 যবন কৃপাণে শোকের দশনে,
 স্থবির শরীর হল জর জর !
 আছে তবু শাস্তি বৃটীশ শাসনে
 তাহার মঙ্গল কর মহেশ্বর !

কবি ;—

তাজচিন্তা মাতঃ !—বৃটীশের নামে
 কাঁপে অমঙ্গল অন্ধকার ধামে !
 মঙ্গল চঞ্জীকা বৃটনের ড্রমে
 ছুটেগো তাণ্ডবে বিপদ খণ্ডিয়া !
 কি কথা নরের—দেব দানবের
 কে খণ্ডে অদৃষ্ট বীর বৃটীশের !
 নেহার চণ্ডীর চরণে কালের
 পাষাণের বন্ধ বেতেছে ভাঙ্গিয়া !

হের মা নয়নে—সামান্য উৎসব
নহে এ জননী,—রাজস্বয়োৎসব !
রাজস্বয়োৎসব—আজিকে ভারতে !
হয়নি হবেনা এমন মরতে !

কেন মা এমন চাহিছ বিশ্বয়ে ?
এ কথা বিশ্বাস হয় না হৃদয়ে !
রাজস্বয়োৎসব—ভারত পতির !
শোন মা হুঙ্কার বুটীশ ভেরীর !—

ভারত মাতা :—

কি বলিলে ? একি—রাজ স্বয়োৎসব ?
ভারতের মাঝে—রাজ স্বয়োৎসব ?
বিকৃত মস্তিষ্ক হ'লকি আমারো ?
ভারতে আজিকে রাজস্বয়োৎসব ?

কোথা সে উৎসব রোমহর্ষকর ?
কোথা রাজগণ জ্যোতিষ্ক নিকর ?

কোথা হতদৰ্প নরেন্দ্র বদন,
আরক্ত যেমন সাক্ষ্য দিবাকর ?

কোথায় তাদের অঙ্গার নয়নে
স্বচ্ছ শিখা সম অশ্রুর আভাস,
নির্দোষিত প্রায় অঙ্গারের গায়ে
ভস্ম আবরণে অঙ্গারকাভাস !

ভস্মরাশি লয়ে করিতেছ ক্রীড়া,,
খুলেছ ভারতে রাজস্বয় মেলা,
মুমূর্ষুরে টানি করিতেছ খাড়া,
অপূর্ব ভারতে অপূর্ব এ খেলা !

ভারতে এখন আছে নাকি রাজা ?
অপূর্ব বারতা রাজস্বয় হেথা !
অপূর্ব ভারতে অপূর্ব সকলি—
রাজা নাই যেথা রাজস্বয় সেথা !



কবি ;—

“রাজস্বয়ংসব” উচ্চারিতে হায়,
হৃদয় উচ্ছ্বাসে মুচ্ছিল জ্বলনী,
পড়িতে ধরায় ইন্দ্র প্রসূদেবী
তপন নন্দিনী ধরিল অমনি ।

“হ’ত রাজস্বয়”—উচ্চারি উচ্ছ্বাসে
উঠিল আবার ভারত জননী,
ছুটিল তড়িৎ শীতল শোণিতে
লোচন যুগলে জ্বলিল দামিনী !—

ভারতমাতা ;—

হ’ত রাজস্বয় ভারতে যখন
ছিল দানবেন্দ্র সে ময় দানব,
রাজস্বয় হ’ত ভারতে যখন
ছিল মহাসভা রতন আসব !

রাজস্বয় হ’ত ভারতে যখন
রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দী ছিল সে গাণ্ডীবী,

প্রেরিলে যজ্ঞেতে নাগেন্দ্র বাসুকী
ধরিয়া গাণ্ডীবে সসিন্ধু পৃথিবী !

ছিল রাজসূয় ভারতে যখন
উরিলা দেবতা ধর্ম্মের সভায়,
আপনি মহেশ লুটিয়া পড়িল
কৃষ্ণ বাসুদেব ভগবান পায় !

হ'ত রাজসূয় ভারতে যখন
ছিল জরাসন্ধ পর্বত প্রতিম,
ছিল সে যখন পর্বত পাতন
পবন নন্দন ভরস্কর ভীম !

রাজসূয় হ'ত ছিল সে যখন
দর্পী শিশুপাল দীপ্ত হতাশন,
ছিল যবে হায়, কৌস্তভ বিছ্যতে
নব ঘন শ্রাম নরক মর্দন !

ছিল রাজসূয় গাহিল যখন
কবিকুল গুরু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,

কবিত্ত পয়োধি ভাবের তরঙ্গে
কল্লনা পবনে টলিল যখন !

মস্থিল বীণায় কুরুকুল সিদ্ধ,
হইল ঘূর্ণিত বসন মন্দর,
উদিল সুধাংশু ধর্ম্য সহিসুতা—
অগ্রজে তকতি অমৃত স্নন্দর !

উদিল কলনা—পাতি নারায়ণ
হুঃশাসন রাহু হইল দলন,
জ্বলিল গরল দুর্ঘোষন জ্বালা—
প্রাসিল তাহার রুদ্র বৃকোদর !

বাজিল বীণায় মহারণ বাদ্য
গজের গর্জ্জন কোদণ্ড টঙ্কার,
ধ্বনিল বীণায় শঙ্খের নিম্বন
রথের ঘর্ঘর বীর হুহুকার !

হ'ত রাজহর ভারতে তখন
হুহুত দলন লজ্জা নিবারণ,

ভীষ্ম ইষ্টদেব বিপদ বারণ
ছিল। যোগেশ্বর কেশব যখন !

গিয়াছে সে দিন উদিকে না আর !
বাজিবে না আর সে বীণা বঙ্কার !
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় নহে আসিবার—
রাজসুয়োৎসব কেন তবে আর !

হায়, গো বিধাতঃ—অপূর্ব ভারতে
সবি কি অপূর্ব হ'বে সংঘটন,
একি পণ্ডশ্রম—একি আড়ম্বর !
একি এ ভারতে অপূর্ব ক্রীড়ন !

বুঝেছি বুঝেছি হায়রে এখন !
বিড়ালের বিভা—হইল যেথায়,
তারি বৃহত্তর খেলার খেলা
বিনা এ ভারত কোথা শোভা পায় !



কবি;—

হৈলা অন্তর্হিত ভারত জননী,—
 যেন বাতোচ্ছ্বাস দূরে মিলাইল,
 বিদারি তরঙ্গ ডুবিল তাপনী
 ইন্দ্রপ্রস্থদেবী আঁধারে পশিল !

ফুরাল উৎসব বলসি লোচন,
 হইল ভারত আবার তেমন,
 অনল-কোতুক-তরঙ্গিনী দল
 উচ্ছ্বসি ক্ষণেক নিভিলে যেমন !

জয় জয় এডোয়ার্ড সপ্তম ভূপতি জয় !
 অনন্ত মঙ্গল তাঁর করহে মঙ্গলময় !
 বিশাল্য বিপুল আয়ু দেহ তাঁরে ভগবতী !
 বীণাযন্ত্রে জয় তাঁর গাওগো ভারতী সতী !
 ধন্য হে কর্জ্জন লাট ভারতের প্রতিনিধি !
 রাজসূয় স্মৃতিস্তম্ভ ভারতে রাখিলে কীৰ্ত্তি !

সম্পূর্ণ ।

